www.YaNabi.in

بسم الله الرحمن الرحيم

ত্রৈমাসিক

সুন্নী জগৎ

YaNabi.in

Largest Sunni Bangla Site

سنی جگت

শিক্ষা ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

১২শ বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা ঃ হাদিয়া ৩০ টাকা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পরমকরুনাময় আল্লাহ তায়ালার নামে আরম্ভ

ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ

অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়ামের পরিচালনায়
মাসলাকে আলা হযরতের মুখপত্র

—ঃ সুচীপত্র ঃ—

তাফসীরুল কোরআন— —০৬
হাদীসে রাসুল— —০৯
বে-মেসল বাশার —১১
ফাতাওয়া বিভাগ— —১৮
চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ — —২২
শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলীম বুদ্ধিজীবীদের অবদান —২৫
হযরত বাহাউদ্দিন নকশেবন্দ রহমাতুল্লাহি আলায়হি— —২৮
চোখে চুমা দেওয়ার মাসায়েল— —৩৩
হযরত আল্লামা সাদুদ্দীন তাফতাজানীর জীবনী— —৩৮
এক নজরে হজ্ব ও উমরাহ— —৪২
নবীপাক জীবনে কি কি করেন নি— —৪৪
জানা অজানা— —৪৬

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পরমকরুণাময় আল্লাহ তায়ালার নামে আরম্ভ

سنی جگت

দ্বাদশ বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা
রবিউল আওয়াল ১৪৩৮ হিজরী, ডিসেম্বার-২০১৬, পৌষ ১৪২৩
অল ইন্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়ামের পরিচালনায় মাসলাকে আলা হযরতের মুখপত্র

—ঃ স্মরণে ঃ—

হযরত নুমান ইবনে সাবিত
ইমামে আযম আবু হানিফা
(রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

বফয়জে রুহানী

গাওসুল আজম হজরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।
সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা ময়ীনুদ্দিন চিস্তী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।
হযরত শাহ শেহাবুদ্দিন সাহারওয়ারদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।
মুজাদ্দিদে আলফে সানী হজরত শায়েখ আহমাদ সিরহান্দী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।
মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আলা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

—ঃ সারপরাস্ত ঃ—

আল্লামা তাওসিফ রেজা খান
বেরলবী–মাদ্দাজিল্লাহুল আলী
বেরেলী শরীফ, ইউ.পি, শ

—ঃ কালামে রাজা ঃ—

مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام
شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام
مہرِ چرخِ نبوت پہ روشن درود
گلِ باغِ رسالت پہ لاکھوں سلام
شہر یارِ ارم تاجدارِ حرم
نو بہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام
شبِ اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود
نوشۂ بزمِ جنت پہ لاکھوں سلام
عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود
فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام
نورِ عینِ لطافت پہ الطف درود
زیب و زینِ نظافت پہ لاکھوں سلام
سروِ نازِ قِدَم مغزِ رازِ حِکَم
یکہ تازِ فضیلت پہ لاکھوں سلام

—ঃ মুশিরে আলা ঃ—

মুনাজিরে আহলে সুন্নাত ফকিহুন্ নাফ্স খলিফায়ে মুফতী আযম হিন্দ
আল্লামা মুফতী মতিউর রহমান রেজবী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী, বিহার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পরিচালন কমিটি

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ঃ- মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী M-9434164314
সম্পাদক মণ্ডলীর সহ-সভাপতি ঃ- হাফিজ মাওলানা মুস্তাকিম রেজবী M-9932371879
এবং মাওলানা শামসুদ্দিন মেসবাহী M-7872551872
প্রধান সম্পাদক ঃ- মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী- M-9434861118
সহ-সম্পাদক ঃ- মাওঃ শাফিকুল ইসলাম রেজবী M-9732708570
কার্য্যকারী সম্পাদক ঃ- মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী মোবাইল নং-M-9679488802
কোষাধাক্ষ্যঃ মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী M-9564500730
সহ-কোষাধাক্ষ্য ঃ-মুফতী জিয়াউল মোস্তফা রেজবী M-9732517047

সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ঃ—

পীরে সাইয়েদ শাহ মহম্মদ আলী দাস্তেগীর M-9804975361 ১) মাওঃ হেলালউদ্দিন রেজবী M-9732889554 ২) মাওঃ নেজামুদ্দিন রেজবী M-9732073282 ৩। মাওঃ আলমগীর হোসাইন M-9732823531 ৪) মাওঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন কালিমী M-9732566920 ৫) মুফতী নুরুল আরেফীন রেজবী M-9732030031 ৬) মাওঃ আলী হোসাইন তাহাসিনী M-9735347801 ৭) মাওঃ নিয়াজ আহমদ ক্বাদেরী M-9732625398 ৮) মাওঃ কেতাবুদ্দিন M-9732093108 ৯) মাওঃ আলীমুদ্দিন কালিমী M-9775137910 ১০) মাওঃ শাহেরুল ইসলাম রেজবী M-9734500570
১১) মাওঃ জাহাঙ্গীর আলম রেজবী M-9609152344 ১২) মাওঃ আব্দুল হান্নান রেজবী M-9733990713 ১৩) মাওঃ গোলাম মুরসালীন M-9735438171 ১৪) মাওঃ আব্দুস সামাদ আল ক্বাদেরী M-9733509136 ১৫) মাষ্টার লুৎফার রহমান M-9153060793 ১৬) মাওঃ মোবারক হোসাইন M-9932202639 ১৭) মাওঃ ইজহারুল হক M-9800215786 ১৮) মাওঃ ময়জুদ্দিন কালিমী M-8768513828 ১৮) ক্বারী আবুল কালাম রেজবী M-9933108817 ১৮) মুফতী সাবির রেজবী M-9735206607 ১৯) মাওঃ গোলাম মোস্তফা M-9732417902 ২০) হাফেজ হারুনার রশিদ M-9733512078

বিশেষ সদস্যবৃন্দ ঃ— ১) মুফতী আবু তোরাব মিসবাহী রেজবী ২) মাওঃ সিরাজুদ্দিন নুরী ৩) মাওঃ আকরামুল হক ৪) মাওঃ মুশাররাফ হোসাইন ৫) মাওঃ ইব্রাহিম ক্বাদেরী ৬) মাওঃ আবু রায়হান ৭) মাওঃ হাবিবুর রহমান রেজবী ৮) ক্বারী সাজেদুর রহমান রেজবী ৯) মাওঃ নাজম হোসাইন কালিমী ১০) ক্বারী মাওঃ হায়াত আলী ১১) মাওঃ ইকরামুল সেখ কালিমী ১২) মাওঃ আইউব সেখ কালিমী ১৩) মুফতী রেজাউল হক মুজাদ্দেদী ১৪) গোলাম মোর্তুজা রেজবী ১৫) ক্বারী মোঃ ফাহিমুদ্দিন কালিমী ১৬) মাওঃ মোঃ সাবির ১৭) মাওঃ জামিল রেজা জামালী ১৮) ক্বারী আবুল হাসান ১৯) মাওঃ হাবিবুর রহমান রেজবী ২০) মাওঃ জামালউদ্দিন ২১) মাওঃ বুরহানুল ইসলাম রেজবী ২২) মুফতী ওমর ফারুক মিসবাহী ২৩) হাফিজ সাইফুদ্দিন ২৪) মাওঃ হাসিমুদ্দিন কাদেরী ২৫) মনিরুল ইসলাম রেজবী ২৬) মাওঃ আহমদ রেজা ২৭) মুফতী আবু তাহের রেজবী ২৮) মাওঃ মৌমেকুল ইসলাম ২৯) মাওঃ তোফাইল হক ৩০) মাওঃ নুরুল ইসলাম রেজবী ৩১) মুফতী আজমীর হোসাইন ৩২) হাফিজ আঃ রাকিব ৩৩) মাওঃ সায়ীদুর রহমান ৩৪) মাওঃ মুখলেসুর রহমান ৩৫) মাওঃ হাবিবুর রহমান ৩৬) মুফতী তাফাজ্জুল হোসাইন কালিমী ৩৭) মাওঃ আব্দুস সবুর ৩৮) মোঃ মোনসুর আলী ৩৯) মাওঃ কেতাবুদ্দিন হোসাইন ক্বাদেরী। মাওঃ মতিউর রহমান।

প্রধান কার্য্যালয়

খলিফায়ে হুজুর রায়হানে মিল্লাত-মুফতী আলহাজ মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী সাহেব
সাং-দিয়াড়জালিবাগিচা, পোঃ-ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ ফোন ৯৪৩৪৮৬১১১৮

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين الصلوة واسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين

সম্পাদকীয়

তালাক ঃ—

তালাক এবং নিকাহ আরবী শব্দ। নিকাহ মানে বিবাহ, শাদি, বন্ধন। ইহা একটি পবিত্র বন্ধন যার সাহায্যে সমস্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। মানুষ সামাজিক নোংরামী হতে মুক্ত থেকে নফসের পবিত্রতা অর্জন করে। যার কারণে বিশ্বনবী সর্বত্তোম আদর্শের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—হে যুবকবৃন্দ তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ রাখো যে স্ত্রীর মোহর ও ভরণপোষন আদায় করতে পারবে তারা বিবাহ করো, তারা তোমাদের দৃষ্টি সংযত থাকবে এবং লজ্জাস্থান হেফাজতে থাকবে। -সহীহ বোখারী, মুসলীম, মেশকাত ২৬৭ পৃষ্ঠা) ইহা সত্বেও কখনো কখনো স্বামী স্ত্রীর এই পবিত্র সম্পর্কের মধ্যে ফাটল পরিলক্ষিত হয়। জীবনের শান্তি দুরিভুত হয়ে যায়। এই রকম অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় যার কারণে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ অবসম্ভাবী হয়ে উঠে। এই পবিত্র বন্ধন হতে পৃথক বা মুক্ত হওয়াকেই তালাক বলে।

তালাক অর্থ বিবাহ বিচ্ছেদ, বন্ধন মুক্তকরণ, ডিভোর্স। শরীয়তে ইহার অর্থ আপন স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত করা। তালাক দেওয়ার অধিকার একমাত্র পুরুষের। নারীর অধিকার শুধু খোলার। যার অর্থ খসিয়ে নেওয়া টেনে নেওয়া, খুলে নেওয়া। শরীয়তে ইহার অর্থ হইল স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধন হতে মুক্ত হওয়ার জন্য স্বামীকে কিছু মাল বা টাকা দিয়ে খোলা, বিবাহ বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া। ইসলামী শরীয়তে ইহা জায়েজ। তালাক প্রদান করা বা বিবাহ বিচ্ছেদ করার পদ্ধতি তিন প্রকার ঃ—আহসান, হাসান ও বেদয়ী।

ক) আহসান (উৎকৃষ্টতম) পদ্ধতি ইহাই যে, যে তোহরে অর্থাৎ ঋতুকাল অবস্থায় নয় পাক অবস্থায়, সহবাস করা হয় নাই এমন তোহরে এক তালাক দেওয়া অতঃপর ইদ্দত অর্থাৎ তিন ঋতু অতিবাহিত হয়ে যাওয়া ইহাকে তালাকে আহসান বলে। ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেলেই বিবাহ বিচ্ছেদ অর্থাৎ তালাকে বায়েন হযে যাবে।

খ) তালাকে হাসান (ভাল) ঐ পদ্ধতি যে তোহরে সহবাস করা হয় নাই এমন তিন তোহরে তিন তালাক দেওয়াকে তালাকে হাসান বলে।

গ) তালাকে বেদয়ী (মন্দ, নিকৃষ্ট) ইহা ঐ পদ্ধতি যাহা এক তোহরে তিন তালাক অথবা এক সঙ্গে তিন তালাক অথবা ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়াকে তালাকে বেদয়ী বা নিকৃষ্টতম তালাক বলে।

তালাক আবার তিন রকমের ঃ—রজয়ী, বায়েন ও মুগাল্লাজা।

ক) যে তালাক দেওয়ার পর বিনা বিবাহে পুনঃ নিজ স্ত্রীকে রাখা যায় তাকে তালাকে রজয়ী বলে। তালাকের জন্য নির্দ্ধারিত সুষ্ঠ শব্দ অথবা রজয়ী শব্দ দ্বারা এই রূপ তালাক দেওয়া হয়।

যেমন আমি তোমাকে তালাক দিলাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এই রূপ তালাক দেওয়ার পরে ইদ্দতের মধ্যে অর্থাৎ তিন ঋতুকাল অতিবাহিত না হতেই তাকে ফেরত নেওয়া যায়। ইহাকে রাজায়াত বলে। ইদ্দতের মধ্যে তার সহিত সহবাস করলে বা তাকে উত্তেজনার সহিত স্পর্শ করলে অথবা রাজায়াত করলাম অর্থাৎ তাকে বা তোমাকে ফেরত নিলাম বললেই রাজায়াত হয়ে যায়। খ) আর যে তালাকের পরে পুনরায় বিবাহ পড়া ব্যাতিত গ্রহণ করা যায় না তাকে তালাকে বায়েন বলে। গ) আর যে তালাকের পরে তাকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না তাকে তালাকে মুগাল্লাজা বলে। তবে সে মহিলা যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে আর সে স্বামী তাকে আবার তালাক প্রদান করে অথবা মারা যায় তবে সে ইচ্ছা করলে প্রথম স্বামীকে বিবাহ করতে পারে। তিন তালাকের দ্বারাই এই রূপ তালাক হয়। সে এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করুক অথবা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তিন তালাক প্রদান করুক তালাক হয়ে যাবে, নারী ছাড়া যেমন জীবন থাকে অতৃপ্ত ও অশান্ত তেমনই নারী মোয়াফেক না হলেও জীবন হয় তিক্ত ও বিষাক্ত। অনুরূপ ভাবে পুরুষ ব্যতিত নারীর জীবন অসম্পূর্ণ, অশান্ত, বিষাদগ্রস্থ। কিন্তু যদি পুরুষ হয় অত্যাচারী, মাদকাশক্ত, নপুংষক তবে নারীর জীবন হয় দুর্বিষহ। এই অশান্তি হইতে নিস্কৃতির জন্যই ইসলামী শরীয়াতে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদকে বৈধ করেছে। কিন্তু শরীয়তের আলোকে ইহা কখনই পছন্দনীয় বিষয় নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে একেবারে অপরিহার্য্য না হলে কখনই তালাক প্রদান করা উচিৎ নহে। নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—সমস্ত বৈধ বিষয় সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত বিষয় হল তালাক।

যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি হয় তবে সর্ব প্রথমে উচিৎ আত্মীয় স্বজনের দ্বারা মিমাংসার ব্যবস্থা করা তাতে যদি কাজ না হয় তবে বিছানা পৃথক করতে হবে ইহার পরেও যদি মিমাংসা না হয় তাহা হলে প্রথমে এক তালাক প্রদান করো অথবা তিন তোহরে তিন তালাক প্রদান করো। ইহাতেই তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। এই বিষয়ে মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা বিরাজমান যে তিন তালাকের কমে তালাক হয় না। কিন্তু একবার, দুইবার বা তিনবার সবক্ষেত্রেই তালাক হয়ে যায়। কিন্তু এক সঙ্গে তিন তালাক রাসুলেপাকের অসন্তুষ্টির কারণ। এই জন্যই আল্লাহপাককে ভয় করো এবং নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট লজ্জিত হও। তিন তালাক একসঙ্গে দিও না। তিন তালাকে তালাক হলেও সে গোনাহগার হবে এবং আল্লাহর রাসুল অসন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ইহাই নির্দেশ। ইহাই ইসলামী শরীয়ত। আর ইসলামী শরীয়ত অপরিবর্তনীয়। ইসলাম আল্লাপাকের মনোনীত পূর্ণাঙ্গ ধর্ম ইহার পরিবর্তণ অসম্ভব। রাজ্য, রাজত্ব, রাজা পরিবর্তন হয় কিন্তু আল্লাহর কানুন অপরিবর্তনীয়। বিভিন্ন সমাজে, রাষ্ট্রে বিবাহ বিচ্ছেদের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি আছে। আবার কোন কোন সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ বলে কিছু নাই। যখন যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করে এবং ইচ্ছামত ত্যাগ করে। আবারও এমন সমাজ আছে যেখানে হাজারো অসুবিধা হলেও বিবাহ বিচ্ছেদের কোন ব্যবস্থা নাই। এই ক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামেরই একটি পূর্ণাঙ্গ সুব্যবস্থা রয়েছে। তবে কিছু অজ্ঞ মানুষ কারণে অকারণে তালাক বা তিন তালাক প্রদান করে ধর্মের ক্ষতি সাধন করছে। এই সম্পর্কে সচেতনতা একান্ত প্রয়োজন। মহান আল্লাহপাক আমাদের শরীয়ত সঠিক রূপে জানার ও মান্য করিবার তৌফিক দান করুন। আমিন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

بسم الله الرحمن الرحيم

তাফসীরুল কোরআন

তরজমা-ই কোরআন

কানজুল ঈমান

কৃতি :—আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা
শাহ মহম্মদ আহমদ রেজা বেরলবী রাহমতুল্লাহি আলায়হি

তাফসীর : "খাজাইনুল ইরফান"

কৃতি :—সাদরুল আফাজিল মাওলানা সৈয়দ মহম্মদ নঈমউদ্দিন
মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

বঙ্গানুবাদ—আলহাজ মাওলানা মহম্মদ আব্দুল মান্নান
ইংরেজী অনুবাদ—প্রফেসার শাহ ফরিদুল হক

সূরা-হুজুরাত, পারা-২৬, আয়াত-১,২,৩,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুনাময়।

Allah in the name of the Most Affectionate, the Merciful.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا
تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝
اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

১) হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আগে বাড়বে না (ক) এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ শুনেন জানেন।

1. O beliverd ! exceed over not Allah and his Massenger and fear Allah. Undoubtedly Allah hears, knows.

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

২) হে ঈমানদারগণ ! নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না ঐ অদৃষ্যের সংবাদদাতা (নবী) এর কণ্ঠস্বরের উপর (খ) এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলো না যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করো যেন কখনো তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল না হয়ে যায় আর তোমাদের খবরই থাকবে না। (গ)

2. O belivers ! raise not your voices above the voice of the Communicator of the Unseen (The prophet) and speak not aloud in presence of him as you short to one another, lest your works become vain while you are unaware.

৩) নিশ্চয় ঐ সকল লোক, যারা আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে আল্লাহর রাসুলের নিকট (ঘ) তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যাঁদের অন্তরকে আল্লাহতায়ালা খোদা ভিরুতার জন্য পরিক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরুস্কার রয়েছে।

3. Undoubtely, those who lower down their voices in the presence of the Massenger of Allah, those are they whose hearts Allah has tested for piety. For them forgiveness and greet reward.

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

"সূরা হুজুরাত" মাদানী, এতে দুটি রুকু, আঠারো টি আয়াত, তিন শত তেত্রিশটি পদ এবং এক হাজার চার শত ছিয়াত্তরটি বর্ণ আছে।

টীকা (ক) তোমাদের জন্য অপরিহার্য্য যে মূলতঃ তোমাদের কেও কখনো (নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে) অগ্রগামী সম্পন্ন না হয়–না কথায় না কাজে। কারণ অগ্রগামী হওয়া রাসুল কারীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আদব ও সম্মানের পরিপন্থী। রাসুলপাকের দরবারে বিনয় প্রকাশ ও আদব রক্ষা করা অপরিহার্য্য।

শানে নুজুল ঃ— কিছু সংখ্যক লোক ঈদুল আযহার দিনে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পূর্বেই কোরবানী করে নিলে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হল যেন তারা কোরবানী পুনোরায় করে।

হযরত আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হইতে বর্ণিত যে কিছু লোক রমজানের একদিন পূর্বেই রোজা রাখা আরম্ভ করে দিতো। তাদের প্রসঙ্গে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রোজা পালনের বেলায় আপন নবী (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) থেকে অগ্রগামী হয়ো না।

টীকা (খ) অর্থাৎ রাসুলকে কিছু আরয করো, তখন নীচু স্বরে আরয করো, ইহাই দরবারে রেসালাতের আদব ও সম্মান।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

টীকা (গ) এই আয়াতে হুজুরের মহত্ব, সম্মান, হুজুরের দরবারের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তাঁকে আহ্বান করার বেলায় যেন পূর্ণ শালীনতা বজায় রাখা হয়। যে ভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে নাম ধরে ডাকে সে ভাবে যেন হুজুরকে আহ্বান করা না হয়। বরং আদব ও সম্মান সহকারে গুনবাচক ও সম্মানসূচক এবং মহৎ উপাধী সহ আরয করে যা কিছু আরয করার আছে কারণ আদব রক্ষা করা না হলে শতকর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

শানে নুজুল ঃ— হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, এই আয়াত সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে সাম্মাসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কানে একটু কম শুনতেন। তার কণ্ঠস্বরও উঁচু ছিল। কথা বলার সময় আওয়াজ উঁচু হয়ে যেত। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন হযরত সাবেত আপন ঘরেই বসে রইলেন। আর বলতে লাগলেন, আমি দোযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। হুজুর হযরত সায়াদকে তার সমন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আরজ করলেন–হ্যাঁ তিনি আমার প্রতিবেশী এবং আমার জানা মতে তিনি কোন রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। ইহার পরে এসে তিনি হযরত সাবেতকে সে কথা বললেন। হযরত সাবেত বললেন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আর তুমি জানো। আমি তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে অধিকতর উঁচু স্বরে কথা বলি, সুতরাং আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি।

হযরত সায়াদ এ অবস্থা হুজুরের পবিত্রতম দরবারে আরয করলেন, তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমালেন–সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা (ঙ) আদব ও সম্মানার্থে।

শানে নুজুল ঃ— এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় হযরত আবু বাকার সিদ্দিক ও হযরত ওমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা ও কোন কোন সাহাবী অত্যান্ত সতর্কতা অবলম্বন করাকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য্য করে নিলেন এবং তাঁরা পবিত্রতম দরবারে অতি নীচু স্বরে কিছু আরজ করতেন। হুজুরপাকের সম্মানের প্রসঙ্গে এ সব আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হাদীসে রাসুল

সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম

মুফতী মহম্মাদ আলীমুদ্দিন রেজবী

১। তিরমিজি, আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফে উল্লেখ রয়েছে–হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একদিন উপস্থিত লোকেদের বললেন, আমি কি তোমাদেরকে নিয়ে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের মত নামাজ পড়বো ? অতঃপর তিনি নামাজ পড়ালেন এবং প্রথমবার অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিত অন্য কোন সময় হস্ত উত্তোলন করলেন না।

২। বুখারী শরীফের ১ম খন্ডের টীকায় উল্লেখ রয়েছে–হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম শুধু নামাজ শুরু করার সময় তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠাতেন। অতৎপর আর কোথাও নামাজে হাত উঠাতেন না।

৩। উপরোক্ত হাদীস গ্রন্থের টীকায় আরো উল্লেখ রয়েছে–হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জনৈক ব্যক্তিকে রুকুতে যাওয়ার ও রুকু হতে মাথা উঠাবার সময় রফে ইদাইন করতে দেখলেন। তখন তিনি তাকে বললেন যে তুমি এরূপ করিও না। কারণ এটা এমন বিষয় যা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রথমতঃ করেছিলেন কিন্তু পরে এটা পরিত্যাগ করেছেন।

৪। সহি মুসলীম শরীফে বর্নিত হয়েছে–

হযরত যাবির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে একদা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করে বললেন, কি হল ? আমি তোমাদেরকে রফে ইদাইন করতে দেখেছি। মনে হয় যেন তোমাদের হাতগুলো অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মত উঠাচ্ছো তোমরা নামাজে ঐরূপ করিও না। ধীর স্থির থাকিবে।

৫। আবু দাউদ ও তাহতাবী শরীফে বর্নিত হইয়াছে–হযরত বারা ইবনে আয়েব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামাজের শুরুতে তাকবীর তাহরীমার সময় কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠাতেন তারপর আর উঠাতেন না।

৬। বায়হাকী শরীফে উল্লেখ আছে–হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামাজের শুরুতে রফে ইয়াদাইন করতেন। পুনরায় আর হাত উঠাতে না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৭। তাহতাবী শরীফে উল্লেখ আছে–

হযরত আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন আমি হযরত ওমর বিন খাত্তাবের নামাজ পড়া দেখেছি তাঁকে প্রথমে রফে ইয়াদাইন করতে দেখেছি অতঃপর পুরাবৃত্তি করেন নাই।

৮। তাহতাবী এবং মুয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদ নামক হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আসেম ইবনে কুলাইব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন যে আমি হযরত আলী ইবনে তালিব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ফরজ নামাজের প্রথম তাকবীর ব্যতিত আর কোন সময় হাত উঠাতে দেখি নাই।

৯। বুখারী শরীফের শারাহ আইনী গ্রন্থের ৩য় খন্ডে লেখা আছে–

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন, আশারায়ে মুবাকাশারাহ অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এই দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁরা নামাজ আরম্ভ করা ব্যতিত দুই হাত উঠাতেন না। অর্থাৎ রফে ইয়াদাইন করতেন না।

১০। মুতারজম মুয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে হযরত হাম্মাদ ইবরাহিম নাখয়ী তাবেয়ী বলেছেন যে তোমরা নামাজে তাকবীরে উলা ছাড়া অন্য কোন সময় হাত উঠাবে না।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হল যে, নামাজের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার সময় কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাত। হানাফীদের জন্য নামাজের মধ্যে অন্য কোন সময় রফে ইয়াদাইন বা হাত উঠানো জায়েজ নয়। যে দু-একটি হাদীসে রফে ইয়াদাইনের কথা এসেছে সেগুলি যঈফ অথবা রহিত হওয়ার কারণে তার উপর আমল করা জায়েজ নয়।

হযরত ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মাজার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বে মেসল বাশার

সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম

মুহাম্মদ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

মিরাজুন্নাবী, পূর্ব প্রকাশিতের পর

(গত কয়েক সংখ্যায় পবিত্র কোরআন ও পবিত্র হাদীস এবং উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে পবিত্র ও আশ্চর্যজনক সফর মিরাজ আলোচিত হয়েছে। এই সংখ্যায় এ পবিত্র ও আশ্চর্য সফর সমাপ্তির পরের ঘটনা বর্ণিত হবে।)

পবিত্র কোরআন মাজীদের বাণী ইস্রাইল সূরার প্রথমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইরশাদ হয়েছে–"পবিত্রতা তাঁরই জন্য যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মাসজিদে হারাম হতে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত যার আশে পাশে আমি বরকত রেখেছি যাতে আমি তাঁকে আপন মহান নিদর্শন সমূহ দেখাই, তিনি শুনেন, দেখেন।"

আল্লাহ তায়ালা পাক পবিত্র, ক্ষমতাবান, কুদরতময়, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, ধ্বংশকর্তা মহান রব। তিনি বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আমাদের সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করেছেন তাঁর হাবিব মহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তুলনাহীন বে-মেসল ভাবে। তিনি নুর তিনি বাশার তিনি নুরী-বাশার। আল্লাহর মহান সৃষ্টি, বে-মেসল সৃষ্টি। সীমিত জ্ঞানে তাঁকে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

ক্ষমতাবান, কুদরতময় পবিত্র রব তাঁর বে-মেসল সৃষ্টি হাবিবকে যে সফর মিরাজের রাত্রে করিয়েছেন তাও তুলনাহীন, বে-মেসল। মানুষের জ্ঞানের বাইরে। উক্ত সফর আল্লাহপাকের কুদরতের প্রকাশ, মহানবী বিশ্বনবীর মর্যাদার বহিঃ প্রকাশ।

হুজুরে আকরাম নবীয়ে মুয়াজ্জাম পবিত্র সফর সমাপ্ত করে হযরত মুসা আলায়হিস সালামের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে এক মুহূর্তে বায়তুল মুকাদ্দাস হয়ে মক্কা মোয়াজ্জমায় বিবি উম্মে হানীর ঘরে বোরাকের উপর সওয়ার হয়ে ফিরে আসলেন।

হুজুর সারওয়ারে আলম যখন মিরাজের সফরে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন এসে দেখেন তাঁর লোটার পানি একই অবস্তাতেই গড়াতে আছে যে অবস্থায় তিনি রেখে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর এই পবিত্র সফর এক মুহূর্তেই সমাপ্ত হয়।

হুজুর মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর এত বড় লম্বা সফর এক মুহূর্তে সমাপ্ত করা সম্ভব কেননা আল্লাহ তায়ালার কুদরতে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। আল্লাহ কাদীর ও করীম নিজ প্রিয় হাবীব রাউফুর রাহিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এক মুহূর্তে সফর করিয়ে ফিরিয়ে এসে অসম্ভবকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মিরাজ একটি জলন্ত মোজেজা। এক অলৌকিক ঘটনা। নবীগণের দ্বারা বহু মোজেজা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন বাদশাহ নমরুদ হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালামকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল কিন্তু তিনি অক্ষত অবস্থায় আগানের মধ্যে বেঁচে ছিলেন।

হযরত মুসা আলায়হিস সালামের হাতের লাঠি সর্পে পরিণত হয়ে যেত। তাঁর জন্য নীল নদের পানি দু-ভাগ হয়ে গিয়েছিল। আর তিনি তার লোকজন সহকারে নীল নদ পার হয়ে গিয়েছিলেন।

বিনা পিতায় হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের জন্ম এবং হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম দ্বারা মৃত মানুষ জীবিত হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি বহু অলৌকিক ঘটনা নবীগণের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বনবী নুর নবীর দ্বারাও প্রকাশিত হয়েছে এক শ্রেষ্ঠ মোজেজা মিরাজ। এই পবিত্র সফর নিয়ে চিন্তা করলে আজও মানুষ আশ্চর্য হওয়া ছাড়া কোন স্বাভাবিকতার সুত্র খুজে পাবে না। তবে বিশ্বনবী গ্রন্থে কবি গোলাম মুস্তাফা জনৈক ইংরেজ পাদ্রীর উক্তি উদ্ধৃতি দিয়েছেন–Once belive that trere is a God and Miracees are not incredble. অর্থাৎ যে ব্যক্তি একবার মাত্র বিশ্বাস করে যে আল্লাহ আছেন তবেই তাঁর মোজেজাকে অবিশ্বাস হবে না।

বর্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ। বিজ্ঞান শত শত আশ্চর্য জিনিস আবিস্কার করেছে এবং করে চলেছে। সামান্য সময়ের মধ্যে রকেটের সাহায্যে পৃথিবী পরিভ্রমণ করছে। সল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে গমন করছে। মহাকাশে অবস্থান করছে। তাদের নিকটও অতি আশ্চয্যের বিষয় যে মহানবী এক মুহুর্তে অক্সিজেন ছাড়া এত বড় পবিত্র সফর কেমন করে সম্ভব করেন।

মনে রাখতে হবে বিশ্ব নবী ছিলেন নবীগণের নবী, নুরী ফেরেশতাগণের নবী, বিশ্ব জগতের নবী, স্রষ্টার মহা সৃষ্টি, বৈজ্ঞানিকের বৈজ্ঞানিক, সমস্ত জ্ঞানের মহাজ্ঞানী, সমগ্র জগতের যত জ্ঞানী গুনী বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, মহাপুরুষ হবেন সকলের গুরু, মহাগুরু, আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ তুলনাহীন বে-মেসল সৃষ্টি, বে-মেসল বাশার, বে-মেসল নবী।

তিনি সমস্ত যুগের শেষ্ঠত্বের শ্রেষ্ঠ নবী মহানবী মহামানব। আল্লাহ মহান রব সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁর উপরে নাই আর আল্লাহর পরে তাঁর হাবিব মহানবী মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম। তাহার উপরে বর্ষিত হউক হাজার হাজার দরুদ ও সালাম। তাঁর স্থান পর্যন্ত কোন সৃষ্টির পৌছানো সম্ভব নয় অসম্ভব।

মিরাজ হতে ফিরে আসার পরের ঘটনা

বর্ণিত আছে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন মিরাজ শরীফ হতে ফিরে আসেন তখন ঐ ঘটনা উম্মেহানীর নিকটে বর্ণনা করেন এবং তিনি ইহাও বলেন যে এই ঘটনা আমি মক্কাবাসীদের বর্ণনা করে শোনাব। বিবি সাহেবা নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলেন যে আপনি ইহা মক্কাবাসীদের শোনাবেন না। কেননা তারা ইহা বিশ্বাস করবে না বরং ইহা নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করবে। কিন্তু নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা শ্রবণ না করে বাহিরে মক্কাবাসীগণের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে বর্ণনা করেন যে আমি আজ রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাস ও অন্যান্য স্তান সফর করে এসে এখানে পৌছেছি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অন্য বর্ণনায় আছে হুজুর সারওয়ারে দো আলম মিরাজ হতে মাসজিদে হারামে ফিরে আসার পর চিন্তা করছেন এই ঘটনা বর্ণনা করলে মানুষ অস্বীকার করবে কিন্তু আল্লহপাকের কুদরতের প্রকাশ করা অবশ্যই দরকার। আমি আল্লাহ তায়ালাকে মান্য করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কতবড় মর্যাদা প্রদান করেছেন। সেই সময় আল্লাহর দুষমন আবু জাহল সে স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে চিন্তারত দেখে জিজ্ঞাসা করে যে ভাতীজা কি ব্যাপার কি চিন্তা করছো ? তখন তিনি তাকে বলেন যে আজ রাতে আমাকে মিরাজ করানো হয়েছে।

আবু জাহল বলল–কতদুর পর্যন্ত ?

নবীপাক বলেলেন–বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত।

আবু জাহল বলে–এই রাত্রে গিয়ে আবার এই রাত্রেই ফিরে এসেছো ?

নবীপাক বললেন হ্যাঁ।

আবু জাহল চিৎকার করে সমস্ত মানুষকে ডাকলো। যখন সমস্ত মানুষ নবীপাককে মান্যকারী ও অমান্যকারী সকলে উপস্থিত হল তখন আবু জাহল বলল–

তুমি আমাকে যা যা বললে এখন সমস্ত মানুষের নিকটে তাহা বলো।

নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম তখন উপস্থিত জনতার সম্মুখে বললেন–আজ আমাকে মিরাজ করানো হয়েছে।

লোকেরা বলল–কতদুর পর্যন্ত ?

নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন–বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং সেখানে সমস্ত নবীগণ উপস্থিত ছিলেন তাদের নিয়ে আমি দুই রাকায়াত নামাজ পড়েছি এবং তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তাও হয়েছে।

আবু জাহল মজাক করে বলল–তাহলে তাঁদের গুনাবলী বর্ণনা করো।

নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসা আলায়হিস সালামের চেহেরার বর্ণনা দিলেন।

কাফেরগণ তাঁর মিরাজের বর্ণনা শোনার পর খুব চিৎকার করে ঠাট্টা মসকরা করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো ইহা অসম্ভব। কেননা আমরা উটের পিঠে চড়ে উট অতি দ্রুত চললেও বায়তুল মুকাদ্দাস পৌছাতে এক মাস লাগবে এবং ফিরে আসতেও এক মাস লাগবে। আর তুমি এক রাত্রেই সেখানে গিয়ে আবার ফিরে এসেছো ইহা সম্ভবই নয়। আমরা এই ঘটনাকে তোমার গনগড়া গল্প বলে মনে করছি। ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কাফেরগণতো এটা নিয়ে নবীপাককে ঠাট্টা করতে লাগলো কিছু কিছু বদ-কিসমত মুসলমানও মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।

কাফেরগণ বলতে লাগলো– যে কথা আমরা শ্রবণ করলাম তাহা আমাদের চিন্তার বাইরে অসম্ভব ঘটনা। ইহা কখনই মান্য করা যাবে না। হযরত আবু বাকারতো তাঁহাকে মান্য করে বিশ্বাস করে সে কি বলে দেখা যাক। তারা সকলে হযরত আবু বাকারের নিকট উপস্থিত হয়ে মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করলো। তখন হযরত আবু বাকার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা বললেন–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

–যদি নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা বলেন তবে ইহা সত্য কেননা তিনি কখনই মিথ্যা কথা বলেন না।

কাফেরগণ জিজ্ঞাসা করলো–আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেছেন ইহার সত্যতাকে স্বীকার করছেন ?

তিনি বললেন–আমি তাঁর কথাকে বিশ্বাস করছি এবং তাঁর সমস্ত বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করছি। তিনি সর্বদা সত্যবাদী, সাদিক। তাঁর বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসা কোন বড় ঘটনা নয় তা অপেক্ষাও বহু দূর হলেও আমি বিশ্বাস করতাম। তাঁর নিকট আসমানের খবর সকাল সন্ধ্যায় পৌছায়।

হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নবীপাকের উপর বিশ্বাস ও ঈমান এবং মানুষের চিন্তা শক্তির বাইরে সফরের বর্ণনা এক বাক্যে স্বীকার ও বিশ্বাস এবং কাফেরদের দাঁত ভাঙ্গা উত্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর নাম রাখলেন সিদ্দিক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সিদ্দীক উপাধী এই জন্য দান করেছেন যে আবু বাকার এই রকম আশ্চয্য জনক ঘটনা যা সমস্ত মানুষ মিথ্যা প্রমাণ করেছে সেই মুহূর্তে নবীপাককে বিশ্বাস ও তাঁর মিরাজকে সত্যতা স্বীকার করা এবং কাফেরদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেওয়া পূর্ণ সত্যবাদী হওয়ার ইহাই দলিল এবং ঈমানের পরিচয়।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন–ঐ খোদার কসম যিনি হযরত আবু বাকারকে সিদ্দিক উপাধী আসমান হতে নির্দ্ধারিত করেছেন। (তাফসীরে রুহুল বয়ান)

তাফসীরে নায়ীমী ১৫পারা ৩৩ পৃষ্ঠায় বর্নিত হয়েছে–২৭শে রজব সকাল চাশতের সময় সূর্য্য উদিত হওয়ার প্রায় এক ঘন্টা পরে হাতিমে কাবায় নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে ঘোষনা করেন। সেই সময় হেরেমে কাবায় মক্কার ২৭জন সরদার উপস্থিত ছিল। আরবের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সরদার সে সময় উপস্থিত ছিল। ইহা ছাড়াও মুলকে শামের ও কিছু ব্যবসায়ী সে সময় উপস্থিত ছিল যারা কয়েকদিন পূর্বেই বায়তুল মুকাদ্দস হতে মক্কায় এসেছে। আবু জাহল ঠাট্টার ছলে নবীপাককে বলল– কিছু নতুন কথা শুনাও ?

তখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ এবং নিজে নবী হওয়া ঘোষনা করে গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন সকলে হয়রান হয়ে একে অপরের দিকে দেখতে লাগল।

শাম দেশের ব্যবসায়ীরা এবং মক্কার কিছু লোক বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেছিল। তারা বায়তুল মুকাদ্দাস সমন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

তাফসীরে রুহুল বয়ান ১৫ পারা ঃ----------

একজন প্রশ্ন করল–হে মহম্মদ (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) বল বায়তুল মুকাদ্দাসের দরওয়াজা কয়টি ? তাদের বিশ্বাস ছিল নবীপাক না কখনো বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেছেন না কারো নিকট হতে বায়তুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা শুনেছেন। তাই এই সমন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সেই সময় হযরত জিবরাইল আলায়হিস সালাম বায়তুল মুকাদ্দাসকে নবীপাকের সামনে উপস্থিত করেন। হুজুরপাক দেখে দেখে মানুষের বিভিন্ন রকম প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে থাকেন। কাফেরা তাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব পেয়ে আরো আশ্চর্য হয়ে যায়। অনেকে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। অপরদিকে আবু জাহল ও মক্কার সর্দারগণ উত্তর সঠিক নয় বলে ঠাট্টা করতেই থাকল।

কাফেলাগণের সংবাদ

সত্য সংবাদ দাতা হুজুর রহমতে আলম যখন বায়তুল মুকাদ্দস সম্পর্কে কাফেরদের সমস্ত উত্তর দিয়ে দিলেন তখন তারা প্রশ্ন করল আমাদের কয়েকটি কাফেলা ঐ রাস্তার উপর মক্কার পথে আসছে তাদের কথা জিজ্ঞাসা করল তারা কোথায় কি অবস্থায় আছে।

তখন হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন–যে তোমাদের প্রথম কাফেলা "রুহা" নামক স্থানে আছে। এই কাফেলার পরিচালনায় অমুক বংশের অমুক ব্যক্তি করছে। সেই কাফেলার একটি উট হারিয়ে গেছে। তারা সেই স্থানে অবস্থান করে উটের খোঁজ করছে। যখন আমি তাদের নিকট উপস্থিত হলাম তখন আমার পিপাসা পায় আমি তাদের নিকট হতে এক পিয়ালা পানি পান করি। যখন আমি তাদের নিকট হতে রওনা হই তখন ঐ ব্যক্তি উট খুঁজে ফিরে আসল। আমি তাকে সালাম করলাম তখন কাফেলার মধ্যে হতে এক ব্যক্তি বলল যে এই আওয়াজ তো মহম্মদ (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর।

তারা পৌছালে তাদের জিজ্ঞাসা করবে।

এখানে ইহা পরিস্কার হয় যে এই সফর তাঁর জাগ্রত অবস্থাতেই। কেননা তাদের নিকট কথা বলা, পানি পান করা, ইহা কখনই ঘুমন্ত অবস্থায় নয়।

তারপর হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন–যখন আমি "জি ফাজা" নামক স্থানে পৌছালাম সেখানে অন্য কাফেলাকে দেখলাম। সেই কাফেলার একটি উটে অমুক অমুক ব্যক্তি ছিল। আমার বোরাক দেখে তাদের উট ভয়ে পালায় তাতে তারা পড়ে যায়। তাদের মধ্যে একজনের হাত ভেঙ্গে গেছে।

যখন কাফেলা আসবে তাদের জিজ্ঞাসা করে নিবে।

হুজুর রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম তারপর বললেন যে "তানঈম" নামক স্থানে আমি তৃতীয় কাফেলাকে দেখেছি।

কাফের মুশরেকগণ জিজ্ঞাসা করল–তাদের আলামত বর্ণনা করুন?

নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন–তাদের সম্মুখে একটি ডুরে রঙের অর্থাৎ ঈষৎ লালিমা মিশ্রিত কাল রঙ এর উট আছে। যার উপর দুই চটের মাল ভর্তি বস্তা আছে।

আসলে স্বচক্ষে তোমরা দেখে নিবে।

কাফেরগণ এই সব সঠিক প্রমাণ পাওয়ার পরও বলল যে সেই কাফেলাগুলি কখন কখন এসে পৌছাবে।

তখন আকায়ে দোজাহান বলেন–প্রথম কাফেলা আগামীকাল সূর্য্য উদিত হওয়ার পূর্বেই পৌছাবে। দ্বিতীয় কাফেলা দুপুর বেলা আর তৃতীয় কাফেলা সূর্য্য অস্ত যাওয়অর পূর্বেই পৌছাবে।

–আল মাওয়াহেবে লাদ্দুনীয়া ২য় খন্ড ৪০ পৃষ্ঠা)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কাফেলা গুলির পৌঁছাবার খবর শুনে কাফেরগণ মক্কা শরীফের উঁচু পাহাড়ে অপেক্ষা করতে লাগলো নবীপাকের কথা সঠিক হয় কিনা দেখার জন্য। যখন তারা দেখলো নবীপাকের কথামত সঠিক সময়েই কাফেলা পৌঁছে গেছে তখন তারা বলতে লাগল ইহা কিছু নয় ইহা জাদু।

(আশশেফা ১ম খন্ড ২৮৪ পৃষ্ঠা)

এক ইহুদী আলেমের মিরাজের সত্যতার স্বাক্ষ্য

পবিত্র হাদীস এবং তফসীরের কিতাবে এক ইহুদী আলেমের ঘটনা বর্নিত হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর তফসীরের মধ্যে এবং ইমাম আবু নায়ীম ইসফাহানী দালাইলুন নবুয়াতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যা মহম্মদ বিন কায়াব আলকারবী বর্ণনা করেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ সাহাবী দাহিয়া কালবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে কায়সারে রোমের (রোমের বাদশাহ) নিকট প্রেরণ করেন। তিনি রোমের বাদশার নিকট ইসলামের দাওয়াত দেন এবং নবীপাকের মর্যাদা ও ফজিলত বর্ণনা করেন। সেই সময় রোমের বাদশাহও মক্কার কিছু ব্যবসায়ীকে নবীপাকের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য বলেন যারা সে সময় আবু সুফিয়ান বাদশাহর দরবারে উপস্থিত ছিলেন তিনি নবীপাকের সব অবস্থা বর্ণনা করতে লাগলেন যাতে নবীপাকের মর্যাদা কম হয়ে যায়।

তারপর আবু সুফিয়ান বললেন–হে কায়সারে রোম আমি আপনাকে সেই নবীর একটি ঘটনা বর্ণনা করছি যাতে আপনার সেই নবীকে মিথ্যাবাদী নবী হিসাবে প্রমাণ করা যাবে।

তারপর তিনি নবী পাকের মিরাজের ঘটনা এবং বায়তুল মুকাদ্দাস সফরের পূর্ণ বর্ণনা প্রকাশ করলেন। তিনি বোরাকে চড়ে বায়তুল মুকাদ্দাস আসেন বোরাক পাথরে বাঁধেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে নামাজ আদায় করেন। এই সকল পূর্ণ ঘটনা বলেন।

সেই সময় কায়সারে রোমের দরবারে ইসায়ী জাতীর একজন বড় পাদরী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে ইহা সত্য ঘটনা ইহা আমার জানা। তিনি বলেন যে আমার প্রতি দিনের কর্ম ছিল মাসজিদে আকসার দরওয়াজা রাত্রে বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু সেই রাত্রে মাসজিদের দরজা আমি নিজে বা আর কয়েকজন মিলেও বন্ধ করতে পারি নাই। খোলা অবস্থাতেই রেখে আসতে হয়েছিল। কিন্তু সারা রাত্রি চিন্তা করতে লাগলাম ইহা কেন হল। খুব সকালে সেই দরজা আমি নিজে খুব সহজেই বন্ধ করতে পারলাম। আবার দেখলাম দরজার পার্শে পাথরে সওয়ারী বাঁধার নিশানা। ইহাতে খুবই আশ্চর্য হলাম কিন্তু বুঝতে পারলাম না।

সেই পাথরের বর্ণনা নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন–যখন আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে বোরাক নিয়ে পৌঁছালাম তখন ফেরেশতা জিবরাইল আলায়হি সালাম পাথরের দিকে আঙ্গুলের ইশারা করলেন তখন পাথর ছিদ্র হয়ে গেল। অতঃপর জিবরাইল আলায়হিস সালাম ঐ পাতরে বোরাককে বাঁধলেন।

(তিরমিজি শরীফ ২য় খন্ড ১৪১ পৃষ্ঠা,
মেশকাত শরীফ ৩য় খন্ড ৩০৬ পৃষ্ঠা)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তারপর ইহুদী আলেম বলেন সেই সময় আমার পুরাতন ইলহামী কিতাবের কথা স্মরণ হয় যা আম্বিয়াগণের বর্ণনাতে বর্ণিত হয়ে আসছে যে যখন শেষ নবীর প্রকাশ হবে সেই নবীকে মিরাজ করানো হবে এবং তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে বোরাকে এসে সমস্ত নবীগণকে নামাজ পড়াবেন এবং পাথরে তাঁর সওয়ারী বাঁধা হবে। আমি অবগত হলাম ইহা ছিল আখেরী জামানার নবীর মিরাজের রাত্রি ইহা সত্য ঘটনা।

সেই সময় আবু সুফিয়ান বলেন যে আমার মনে হল যে আমার পায়ের নীচের মাটি সরে গেছে। যে ঘটনা আমি মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে চাইলাম সেই ঘটনাকেই তাদের পাদরী সত্য বলে প্রমাণ করলেন। সেই পাথর এখনও আছে মানুষ আজও সেই পাথরের ছিদ্রে হাত দিয়ে বরকত লাভ করেন।

(দালাইলুন নবুয়ত ২৮৮ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ মিরাজ সত্য, বে-মেসল বাশারের বে-মেসল সফর। ইহার তুলনা নাই। কিয়ামত পর্যন্ত এই মিরাজের সমতুল্য কোন সফর অনুষ্ঠিত হবে না।

পরবর্তি আগামী সংখ্যায়

আলা হজরাত সেন্টার অফ ইসলামিক স্টাডিজ

—ঃ বর্তমান ঠিকানা ঃ—

রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানঘাট রোড (জঙ্গীপুর) মুর্শিদাবাদ

এখানে দারসে নিযামিয়ার ও দারসে আলিয়ার অবসরপ্রাপ্ত / কর্মরত প্রথিতযশা দক্ষ সিনিয়ার শিক্ষকগণের দ্বারা তারবীয়াতে ইফতা, তারবীয়াতে মুনাজারাহ, ইমামাত ও খেতাবাতের উপর ডিপ্লোমা তৎসহ সেপাকেন অ্যারাবিক ইত্যাদি কোর্স গুলির খুব যত্ন সহকারে ট্রেনিং দেওয়ার সু-বন্দোবস্ত আছে।

বিস্তারিত জানার জন্য ফোন করুন

9434164314 / 8640827518 / 9547703075

মুফতী আলীমুদ্দিন রেজবী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফাতাওয়া বিভাগ

মুফতী জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

জনাব মুফতী সাহেব, সালাম নিবেন। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জবাব সুন্নী জগৎ পত্রিকায় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ইতি –

মাষ্টার লুৎফার রহমান, বর্ধমান

প্রশ্ন ঃ ১। বাগে ফিদাক কি ?

২। বাগে ফিদাক কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে দিয়েছিলেন ?

৩। হযরত আবু বাকার সিদ্দিক কি মা ফাতেমা জোহরার নিকট হতে ইহা কেড়ে নিয়েছিলেন ?

৪। এক লা-মাজহাবী প্রশ্ন করেছে যে তিন জায়গা ব্যতিত কোন জায়গায় বা জিয়ারতের জন্য মাজারে সফর করা না-জায়েজ, ইহার উত্তর কি ?

৫। মহরমের সময় তাজিয়া তৈরী, বাজনা বাজানো ইহা কি শরীয়তে জায়েজ ?

উত্তর ঃ ১। কিছু অংশ জমি যেটা কাফেরগণ পরাজিত হয়ে মুসলমানদের অধিনে করে দিয়েছিল। তারই অন্তর্ভুক্ত বাগে ফিদাক। যার আয় নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ পরিবার পরিজনদের জন্য ব্যায় করতেন আর তা থেকে সকল হাশিম বংশকে কিছু দিতেন। মেহমান ও বাদশাদের মেহমান নাওয়াজীও তা হতে হত। তাহা ছাড়া গরীব ইয়াতিমদের সাহায্য করা হত। জেহাদের সরঞ্জাম, তরবারী, উট, ঘোড়া সেই অর্থেই ক্রয় করা হত। সেই অর্থে সুফফাবাসীদের প্রয়োজন পুরণ করা হত। বাণী হাশিমদের জন্য যে ভাতা নিদৃষ্ঠ করেছিলেন সেটাও বেশী ছিলনা। হযরত ফাতামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে নবী অত্যান্ত ভালোবাসতেন তবুও তার সকল প্রয়োজন তা থেকে পুরণ করতেন না। ঐ প্রকারের জমির আয় নিদৃষ্ট খাতে ব্যয় করতেন। সেটাকে কোন দিন নিজস্ব সম্পত্তি মনে করেন নাই। ওয়াল্লাহু আলামু বিস স্বাওয়াব।

২। বাগে ফিদাক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা জহরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা কে দেননি। বাগে ফিদাক মা ফাতেমা জহরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে নবীপাক দিয়েছেন এটা রাফেজী শিয়াদের বানানো কথা। আহলে সুন্নাতের নির্ভরযোগ্য কেতাব হতে প্রমাণিত নয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যেমন সিহাসিত্তার অন্যতম কিতাব আবু দাউদ শরীফের হাদীস ঃ-

হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, যে তিনি বলেন হযরত উমার বিন আব্দুল আজিজ মারওয়ানের সন্তানদের একত্রিত করেন। ইহার পর যখন তিনি খলিফা হন তখন তিনি বলেন-বাগে ফিদাক রাসুলপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের অধিনে ছিল। যা হতে তিনি খরচা করতেন এবং ইহা হতে বানী হাশিমদের বাচ্চাদের জন্য খরচ করতেন। ইহা হতেই অনাথ পুরুষ নারীদের বিবাহের খরচ করতেন। হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা নবীপাকের নিকট ইহার আবেদন করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। তারপর হুজুরপাকের বাহ্যিক জীবদ্দশায় এই রকমই ছিল। হযুরপাকের বাহ্যিক ইন্তেকালের পর যখন আবু বাকার সিদ্দিক খলিফা নির্বাচিত হলেন তখন তিনি ইহার উপর আমল করেছিলেন যা হুজুরপাক নিজের বাহ্যিক জীবনে করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে যখন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলিফা হলেন তিনিও ঐ রকমই কর্ম করেন যা হুজুরেপাক ও হযরত আবু বকর করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে মারওয়ান নিজ সময়কালে নিজ তত্তাবধানে বাগে ফিদাক রাখেন। ইহার পরে উমার ইবনে আব্দুল আজিজের তত্তাবধানে আসল। তিনি মনে করলেন যে বাগে ফিদাক হুজুরপাক জনাবা ফাতেমাকে দেন নাই। ইহাতে আমার কোন হক নাই। আমি তোমাদেরকে স্বাক্ষ্য বানিয়ে পূর্বের অবস্তাতেই রাখছি। অর্থাৎ হুজুরপাক, আবু বাকার এবং ওমর এর সময়কালে যে অবস্থায় ছিল। - মেশকাত ৩৫৬ পৃষ্ঠা

উক্ত রেওয়ায়েত হতে পরিস্কার যে বাগে ফিদাক নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফাতেমা জহুরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনাকে প্রদান করেন নাই।

রাফেজীদের নির্ভরযোগ্য কেতাব "নিহাজুল বালাগা" তার ব্যাখ্যা শারইবনেল হাদীদ কেতাবে রয়েছে- যখন ফাতেমা জহুরা বাগে ফেদাকের আবেদন করলেন তখন আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন- আমার মাতা পিতা আপনার প্রতি কুরবান। আপনি আমার নিকট সত্যবাদী। যদি হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম আপনার জন্য বাগে ফেদাকের ওসিয়ত বা ওয়াদা করে থাকেন সেটা আমি বিশ্বাস করছি এবং আপনার অধিনে দিয়ে দিচ্ছি। সাইয়েদোনা ফাতেমা বললেন-বাগে ফেদাক সম্পর্কে হুজুর আমার জন্য কোন ওসিয়ত করেননি। ইহা হতে পরিস্কার যে বাগে ফেদাক সাইয়েদোনা ফাতেমাকে দেওয়ার কথা বানানো মিথ্যা কথা। ওয়াল্লাহু আলামু বিস স্বাওয়াব।

৩। যখন বাগে ফেদাক সাইয়েদোনা মা ফাতেমা কে দেন নি তখন কেড়ে নেওয়ার প্রশ্নই উঠেনা।

৪। লা মাজহাবীদের বহু নোংরা আকিদা রয়েছে এটাও তার অন্তর্ভুক্ত। তাদের এই কথা যদি সঠিক হয় তাহলে মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংগ্রহের জন্য বহু দুর দূরান্ত সফর করেছেন সেটার কি হুকুম হবে। আসলে এমন মন্তব্য সর্ব প্রথম গুমরাহ ইবনে তাইমিয়া করেছেন। তার অনুসরণ লা-মাজহাবীগণ করছে। তারা একটি হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করে যেটা ইমাম মুসলীম মুসলীম শরীফে এনেছেন। তিনি মাসজিদ ব্যতিত পথের সম্বল বেধনা মাসজিদে হারাম, মাসজিদে আকসা আর আমার মাসজিদ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উক্ত হাদীসে এই তিন মাসজিদ ব্যাতিত অন্য কোন মাসজিদের ফজিলতের উদ্দেশ্যে সফর বারণ করা হয়েছে।

শায়েখ ওলিউদ্দিন ইরাকী আলায়হির রহমা বলেন–আমার পিতা জয়নুদ্দিন ইরাকী এবং শায়েখ ইবনে রাজাব হযরত ইবরাহিম খলীলুল্লাহ আলায়হিস সাল্লামের জিয়ারতে বলেছিলেন। যখন শহরের নিকটবর্তী হলেন। তখন ইবনে রাজাব বলতে লাগলেন আমি মাসজিদে খলীলে নামাজ পড়ার নিয়ত করলাম যেন মাজার জিয়ারতের নিয়াত না থাকে।

আমার পিতা বললেন–আপনিতো রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বাণীর বিপরীতে আমল করলেন। তিন মাসজিদ ব্যতিত অন্য কোন মাসজিদের জন্য সফর করা যায়না অথচ আপনি চতুর্থ এক মাসজিদের নিয়াত করলেন। আর আমি রাসুলেপাকের ইরশাদের উপর আমল করেছি। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন তোমরা কবর জিয়ারত করো। এমন কোন হাদীস নাই যাতে নবীগণের কবর জিয়ারত করতে বারণ করা হয়েছে। সুতরাং আমি রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের এরশাদ মোতাবিক আমল করেছি। (ফাজায়েলে হাজ্ব, জুরকানী)

হযরত ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফিলিস্তনী হতে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হির মাজার জিয়ারতে আসতেন। তাঁহার অসিলায় উনার সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। (আলনাসীতু লিলওহাবী)

ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–নিশ্চয়ই আমি ইমাম আযম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হির হতে বরকত হাসিল করি। যখন আমার কোন সমস্যা দেখা দেয় আমি তাঁর মাজার শরীফে এসে প্রথমে দুই রাকায়াত নামাজ আদায় করি। অতঃপর তাঁর অসিলায় আল্লাহপাকের নিকট সমস্যা সমাধানের জন্য দোয়া করি। তা তাড়াতাড়ী সমাধান হয়ে যায়।

(ফাতাওয়ায়ে শামীর মুকাদ্দামা)

ইসলামে এটা পরিস্কার যে মাজার জিয়ারত করা জায়েজ পূণ্যের কাজ এবং তার জন্য গমন করা জায়েজ। কোন হাদীসে নাই যে মাজার জিয়ারতের জন্য সফর করা না জায়েজ। ওয়াল্লাহু আলামু বিস স্বাওয়াব।

৫। শরীয়ত মোতাবেক মহরমের তাজিয়া তৈরী করা এবং বাজনা বাজানো না-জায়েজ ও হারাম। হযরত শাহ আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফাতাওয়ায়ে আজিজিয়া এর ৭৫ পৃষ্ঠায় বলেন–মহরমের ১০ তারিখে তাজিয়া দারী করা বা কবরের সুরাত প্রভৃতি তৈরা করা জায়েজ নয়। তাজিয়াদারী যেমন বদ মাজহাবেরা করে ইহা বেদাত। এ রকমই তাবুত ও কবরের সুরাত এবং ঝান্ডা ইত্যাদিও বিদাত। ইহা প্রকাশ্য বেদাতে সাইয়া। তাজিয়াদারীকে সাহায্য করা ইহাও জায়েজ নয়।

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা আলায়হির রহমা ওয়া রেদওয়ান তিনি তাজিয়াদারী সম্পর্কে একখানী সতন্ত্র বই প্রণয়ন করেন এবং তার মধ্যে তিনি প্রমাণ করেন যে তাজিয়াদারী, বাজনা বাজানো নাজায়েজ ও গোনাহের কর্ম ও হারাম। বেদাতে সাইয়া।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত সাদরুশ শারীয়া আল্লামা আহমদ আলী আলায়হির রহমা ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়া ও বাহারে শরীয়তে প্রচলিত তাজিয়াদারী ঢোল ঢাক বাজানোকে নাজায়েজ ও গোনাহের কর্ম বলেছেন।

মারকাজে আহলে সুন্নাত, মানজারে ইসলাম আরাবিক ইউনিভারসিটির প্রাক্তন মুফতী মহম্মদ আহমদ জাহাঙ্গীর খাঁ বলেছেন–ভারতবর্ষের প্রচলিত তাজিয়াদারী নাজায়েজ, বেদাতে সাইয়া ও হারাম।

শ্রদ্ধেও মুফতী সাহেব, সালাম মাসনুন। দয়া করে আমার এই প্রশ্নের উত্তর পত্রিকায় দিবেন। ইতি – মাওলানা শাহেরুল ইসলাম, ইমাম নশীপুর জুমরা মাসজিদ, মুর্শিদাবাদ

প্রশ্ন ঃ "লাও লাকা লাম খালাতুল আফলাক" ইহা কি সহীহ ? ইহা কোন হাদীসে উল্লেখ আছে ?

উত্তর ঃ–ইহা অবশ্যই সহীহ যে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত জগৎ কে হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য তৈরী করেছেন। হুজুর না হলে কিছুই হতো না। এই বিষয় বহু বহু হাদীসপাকে বর্ণিত আছে। যার বর্ণনা আলা হযরত আলাহির রহমার কেতাব "তালালুল্ আফলাখ বেহালালে আহাদিসে লাও লাক" এ উল্লিখিত আছে এবং এই শব্দ সহকারে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদিসে দেহলবী নিজের কয়েকটি লেখনীর মধ্যেও উল্লেখ করেছেন–"খালকতুত দুনিয়া ওয়া আহলাহা লিআরাফিহিস কারামাতাকা ওয়া মানাজিলাতিকা ইনদি ওয়া লাওলাকা ইয়া মহম্মদ মা খালাকতুত দুনিয়া" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নিজ হাবিবকে উদ্দেশ্য করে বলেন–আমি দুনিয়া এবং দুনিয়াবাসী দের এ জন্য তৈরী করেছি যে আমার নিকট আপনার ইজ্জত ও মরতবা কত,তা প্রকাশ করার জন্য, হে মহম্মদ যদি আপনি না হতেন তবে দুনিয়াকে তৈরী করতাম না।

(তারিখে দামেশকুল কাবীর ৩য় খন্ড ২৯৭ পৃষ্ঠা)

পূর্বের বাক্য "লাও লাকা লামা খালাকতুল আফলাখ যা কাশফুল খাফা" ২য় খন্ড ১৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে ইহাতে কেবলমাত্র আফলাক অর্থাৎ আকাশমন্ডলীর কথা উল্লেখ আছে আর এই হাদীস আকাশ মন্ডলী, দুনিয়া এবং যা কিছু দুনিয়ার মধ্যে বিরাজমান সকলের উল্লেখ রয়েছে। ইহা হাদীসে কুদসী। ইহা আল্লাহ তায়ালার কালাম যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ অধিক জ্ঞানী

(ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া (মুতারজাম) ২৯তম খন্ড ১১৩–১১৪)

পবিত্র কোরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদ ঃ—

কানজুল ঈমান

বাংলা ও আরবী উচ্চারণ সহকারে তৎসহ হিন্দি, ইংরেজী,উর্দু ভাষায় পাওয়া যায়।

আজই সংগ্রহ করুন

অনুবাদক-আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ

ইমাম আহমদ রেজা (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

খলিফায়ে রাইহানে মিল্লাত
মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী ক্বাদেরী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

কারামাতে আলা হযরত

আওলিয়া কেরামের জীবনে কারামাত প্রকাশিত জরুরী নয় তবুও বহু আওলিয়া কেরামের দ্বারা কারামত প্রকাশিত হয়েছে। ইহা ওলিগণের সৌন্দর্য্য। ওলিগণের বড় কারামত শরীয়তের উপর কায়েম থাকা। সুফী ও আলেমগণের নিকট আসল বস্তু ইস্তেকামাত ফাওকাল কারামাত অর্থাৎ শরীয়তের অটল থাকা, স্থির থাকা কায়েম থাকা ইহা সর্বপেক্ষা বড় কারামত। মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আশেকে নবী আলা হযরত নবীপাকের শরীয়তের উপর কায়েম ও দায়েম থাকার পরেও তাঁর পবিত্র জীবনে বহু কারামাত প্রকাশিত হয়েছে। ইহার কয়েকটি নমুনা প্রদত্ব হল।

১। আলা হযরতের ঘরে বাঘের পাহারা ঃ—

সাইয়েদ আইউব আলী সাহেব বর্ণনা করেন–মাকানে কালান যেখানে আলা হযরতের ভাই মাওলানা হাসান রেজা খাঁ বসবাস করতেন। এই বাড়িতে আলা হযরত আলায়হির রহমা প্রথমে বসবাস করতেন। একবার বর্ষার সময় বাড়ির উত্তরের দেওয়াল পড়ে যায়। অস্থায়ী ভাবে পর্দা দিয়ে উহা বন্দ করা হয়েছিল। আর সেই দিকেই এক অমুসলীমের বাড়ি ছিল। সেই সময় আলা হযরত সেই বাড়িতে বাস করতেন। গোরু কোরবানীর মসলা নিয়ে বিরোধ করে ঐ অমুসলিম আলা হযরতকে আক্রমণ করার ইচ্ছা করে। ঐ দেওয়াল যা পর্দা দেওয়া ছিল সেই দিক সে দিয়ে অগ্রসর হয়। সেই সময় সে দেখে একটি বাঘ তাঁর বাড়ির সামনে পায়চারী করছে শেষ পর্যন্ত সে তার মনোবাসনা পরিত্যাগ করে বাড়ি ফিরে যায়। পরের দিন সকালে আলা হযরত আলায়হি রহমার দরবারে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দার হিফাজত করেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

২। এক ডাক্তারের ইলাজ করেন আলা হযরত ঃ—

এক ডাক্তার সাহেবের দূর্বলা বৃদ্ধা মা আলা হযরতের দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে আমার একমাত্র সন্তানের কঠিন জ্বর। দুই দিন হতে একেবারে বেকার। হুজুর দয়া করুন, মেহেরবানী করুন। হুজুর মঞ্জুর করলেন। দরবারে নিয়ে আসার জন্য বললেন। ঠিক সেই সময়ে ডাক্তার সাহেব নিজের গাড়িতে দরবারে উপস্থিত হলেন। আলা হযরত আলায়হির রহমা দেখলেন ডাক্তারের অবস্থা খুবই খারাপ। গাড়িতে বেঁহুস অবস্থায় পড়ে আছে। আলা হযরত আলায়হির রহমা একটি তাবিজ লিখে তার ডান হাতে বেঁধে দিলেন। তিনি সামনে বসলেন। আধ ঘন্টা পর ডাক্তার সাহেব চোখ খুললেন। তাঁর বিমারী হালকা হয়ে গেল, জ্বর কমে গেল। ওলিও দোয়া ও দাওয়াতে বিমার পালিয়ে গেল।

৩। বেস্বালের পরেও আলা হযরত নবীপাকের দরবারে ঃ—

হযরত মাওলানা জিয়াউদ্দিন মাদানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন–একবার আমি বেলা ১০টা সময় ঘুমিয়ে একটি স্বপ্ন দেখছিলাম যে আলা হযরত হেরেম শরীফে নুর নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মাজার মোবারকের সামনে উপস্থিত হয়ে দরুদ ও সালাম নিবেদন করছেন। আমার চোখ খুলে গেল আমি চিন্তা করছি ইহা বাস্তব না স্বপ্ন। তাড়াতাড়ি আমি বিছানা হতে উঠে বাবুস সালাম দিয়ে হেরেম শরীফে উপস্থিত হয়ে নিজের চক্ষু দিয়ে দর্শন করি আলা হযরত আলায়হির রহমা সত্য সত্যই সাদা পোষাক পরিচিত অবস্থায় মাজার মোবারকে উপস্থিত। আমি যে রকম স্বপ্নে দেখেছিলাম। সেই রূপই তিনি দরুদ ও সালাম পড়ছেন। তার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁর এই অবস্থা দর্শনে আমি ধৈর্য্য ধারণ করতে না পেরে কদম বুশি করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তাঁকে আর পেলাম না।

তারপরে আমি নিজে দরুদ ও সালাম পড়ে ফিরে আসছি তখন মাসজিদের ঐ স্থানে পৌছালাম যেখানে জুরকে দেখেছিলাম সে স্থান হতে আবার লক্ষ্য করলাম দেখলাম আলা হযরত আলায়হির রহমা ঐ স্থানেই দরুদ ও সালাম পড়ছেন। আমি আবার ফিরে তার নিকট পৌছে তাঁকে আর পেলাম না। এই রূপে তিনবার তাঁর নিকট পৌছাবার চেষ্টা করেও তাঁকে স্পর্শ করতে পারলাম না। ইহা শ্রবণ করে সাইয়েদ আইউব আলী ইহার সত্যতা স্বীকার করেন এবং বলেন যে আলা হযরতের এই রকমের কারামত আরো প্রকাশিত হয়েছে।

৪। এক পাগলের সুস্থ হওয়া ঃ—

১৩৩৫ হিজরী ৮ই রবিউল আখের হযরত মাওলানা ওলী আহমদ সাহেব মুহাদ্দীসে সুরতী আলাহির রহমার খানকাহ শরীফে ওরস শরীফের সময় দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় এক মুসলমান পাগলকে হুজুর আলা হযরতের নিকট উপস্থিত করল। পাগলের সাথে থাকা তার আত্মীয় স্বজন বর্ণনা করল যে কয়েক মাস হতে সে পাগল হয়ে গেছে। বহু চিকিৎসা করেও কোন ফল হচ্ছে না।

পাগলের হাসপাতালে পাগলের প্রতি খুবই অত্যাচার করা হয় তাই সেখানে ভর্তি না করে বিশ্বাস করে এখানে নিয়ে এসেছি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তার ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজন খুবই অসহায় অবস্থায় আছে। আপনি ইহাদের প্রতি দয়া করুন। আলা হযরত ইহা শুনে চিন্তিত হয়ে কয়েক মিনিট পাগলের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে দেখলেন। মনে হলো তিনি তার বিমারী শুষে নিচ্ছেন। হযরতের দৃষ্টির সাথে পাগলের দৃষ্টি একত্রিত হতেই তার পাগলামী কমতে শুরু করল এবং মাটিতে পড়ে গেল। আলা হযরত আলায়হির রহমা বললেন তার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দাও এবং তাকে বাড়ি নিয়ে যাও। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাকে প্রতিদিন একটি শুকনো আঙ্গুর ফল দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দাও। তার পরে আল্লাহর হুকুমে সেই পাগল বহু দিন সুস্থ ভাবে জীবন যাপন করেছিল।

৫। সাপে কামড়ানো রোগীর সুস্থ হওয়া ঃ—

সাইয়েদ আইউব আলী বর্ণনা করেন যে একদিন মাগরিবের নামাজের পরে আমি খাবার খাচ্ছিলাম সেই সময় আমার ভাই কেনায়াত আলী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হয়ে–বলতে লাগল যে আমাকে আলা হযরতের নিকট নিয়ে চলো আমার পায়ে সাপে কামড়িয়েছে। আমার মাথা ঘুরছে, পা ঠিকমত পড়ছে না। আমি সত্য সত্যই দেখলাম তার পা টলমল করছে সে নিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছে না। তাকে নিয়ে আমি আলা হযরত আলায়হির রহমার নিকট গেলাম। সেই সময় তিনি নামাজ পড়ার জন্য মাসজিদে আসছিলেন। তিনি মাসজিদে পৌছে দেখলেন পায়ে সাপের দাঁতের চিহ্ন বিদ্যমান। এটা লক্ষ করে তিনি কিছু পড়ে তার পায়ে ফুঁ দিলেন এবং তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন হয়ত রান্না ঘরে তোমার পায়ে ইঁদুরে কামড়েছে। তুমি চিন্তা করিও না। ইহার পরে কেনায়াত আলী নিবেদন করেন যে যেমন রাসুলে পাক তার সাথী হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাপে পায়ে কামড় দেওয়ার পরে নিজের থুথু মোবারক দিয়েছিলেন এবং বিষ পানি হয়ে গিয়েছিল দয়া করে আপনিও আপনার থুথু মোবারক আমার পায়ে লাগিয়ে দিন যাতে আমার মনের শান্তি আসে।

আলা হযরত আলায়হির রহমা বলেন–আচ্ছা তুমি যখন শান্তি পাচ্ছনা তখন তুমি তোমার পা সামনে নিয়ে এসো। অতঃপর তিনি তাঁর পবিত্র থুথু তার পায়ে লাগিয়ে দিলেন। তারপর তারা খুশি হয়ে বাড়ি চলে গেল। সাপের বিষ এর যন্ত্রনা উপোশম হয়ে গেল।

(হায়াতে আলা তৃতীয় খন্ড হযরত হতে)

(পরবর্তি আগামী সংখ্যায়)

অবশ্যই পড়ুন মুফতী জোবায়ের হোসাইন সংকলিত
মিলাদ ও কিয়ামের সপক্ষে তথ্য সম্বলীত বই ঃ—

শরীয়তের আলোকে
জাশনে ঈদে মিলাদুন্নাবী ও কিয়াম
প্রকাশক-মাওলানা মোঃ নিজামুদ্দিন রেজবী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলীম বুদ্ধিজীবীদের অবদান

মহঃ আলমগীর হোসাইন (শিক্ষক-শাহদিয়াড় হাইমাদ্রাসা)

সপ্তম শতাব্দির প্রথম ভাগে বিশ্বের মহাজ্ঞানী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর একেশ্বরবাদ এর উদাত্ত বাণীতে মনমুগ্ধ হয়ে আরব মরুর ছন্নছাড়া, জরাজীর্ণ ও অশিক্ষিত আরব বেদুইনরা অতি অল্প কালের মধ্যে তাদের বর্বর জীবন পরিত্যাগ করে সভ্যতার শিখরে আরোহন করতে সামর্থ হয়েছিল।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে এবং প্রথম যুগের খ্রীষ্টানদের বিজ্ঞানের প্রতি অনিহার কারণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যে দুর্দিন দেখা দিয়েছিল ইসলামের আগমনে তার অবসান ঘটলো। বস্তুতঃ ইসলামের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষনার প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের বানী হল "ইকরা" পড়ো, জ্ঞান চর্চা করো। কোরআনের আর একটি বাণী হল "যাকে হিকমত (বিজ্ঞান) দান করা হয়েছে তাকে প্রকৃত কল্যান দান করা হয়েছে"–সূরা বাকারা। সমগ্র কোরআনে প্রায় ৭৫৬টি বাণী আছে যাতে মহা বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষনা ও জ্ঞান চর্চা করার কথা বলা হয়েছে।

সাহিত্যে অবদান ঃ–

রোম ও পারশিক সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের যোগ্য উত্তরসুরী হিসাবে মুসলিমরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বহু গুনে কাব্য ও সাহিত্য জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজে সাহিত্যের পৃষ্টপোষকতা করেছেন এবং তাঁর উৎসাহে সাহিত্য চর্চ এক অনন্য মাত্রা পায়। খলিফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও আব্বাসী অলিফা আল মানসুরও সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। উমাইয়া খলিফাদের আমলে জারীর, ফারাযদাক, আখতাল বিখ্যাত কবি ছিলেন। খলিফা আল মানসুর, হারন রশিদ ও কবি আবুল ফারাজ কাব্য রসিক ছিলেন, তাদের প্রকাশিত অজস্র কবিতা সাহিত্য চর্চার উজ্জ্বল নিদর্শন। সানায়ী, সাত্তার, জামী, ইবনুল আরাবী প্রমুখ কবি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সাহিত্য চর্চাকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন পারস্যের মুসলীমগণ ও নিযামুল মুলক, ওমর খৈয়াম, ফিরদৌসী, জামী, নিযামী, সেখ সাদী এবং মুওলানা রুমী বিশ্ব বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। পারস্য সাহিত্যের বিকাশ হাফিজের সময়ে পূর্ণতা পায়।

পঞ্চদশ শতাব্দিতে রচিত হয়েছিল মহাকবী জামীর বিখ্যাত কাব্য "ইউসুফ যুলিইখা" কাব্য সাহিত্য ও সংগীতের চরম উৎকর্ষ প্রাপ্তি বিখ্যাত কবি আমির খসরুর হাতে। মহম্মদ ইকবাল, মির্জ্যা গালিব, দৌলত কাজী, আলাউল, রোকেয়া, শাখওয়াত হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম ও রেজাউল করীম এর সাহিত্য অবদান অপরিসীম।

দর্শন শাস্ত্রে মুসলীমদের অসামান্য অবদান ও প্রতিভার সাক্ষর রয়েছে। যেমন আল কিন্তি নাসিরুদ্দিন, আতত্বুসি, জাকির ইবনে হাইয়্যান, ইবনে সীনা, ইবনে রুশদ, আল ফারাবী, আল গাজ্জালী (রহঃ) মুজাদ্দিদে আলফে সানী শেখ আহম্মাদ সারহান্দী (রহঃ) এবং কবি ইকবাল ইনারা এক দিকে কোরআন হাদীসের বিজ্ঞ পন্ডিত অপরদিকে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আলকিন্দি গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানে সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি বহু গ্রীক দার্শনিকের গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন। তিনি অ্যারিষ্টটলের দর্শনকে মন দিয়ে অধ্যায়ক করেছিলেন এবং দর্শন শাস্ত্রের জটিলতা ও দূর্বোধ্যতাকে দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। সংগীত শাস্ত্রকে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ছিলেন এবং ধ্বনীকে ওঠানামার নির্দেশ করার জন্য সংকেতের ব্যবহার করেছিলেন।

দর্শন ছাড়া গণিত, জ্যোতিষ বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও সংগীতে অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। তিনি মুসলীমদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন।

আল ফারাবী ছিলেন বিখ্যাত মুসলীম দার্শনিক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ও প্লেটোর বহু গ্রন্থর তিনি টীকা রচনা করেছিলেন। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে তিনি বহু যুক্তি সম্মত উদাহারণ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে সত্তার ধারণা, করণিক ও গতী বিষয়ক প্রমাণ উল্লেখ যোগ্য।

আল গাজ্জালী ঃ–ইসলামের ইতিহাসে যে সব আধ্যাত্মিক সাধক মরমী অভিজ্ঞতা, সংজ্ঞার সাহায্যে আল্লাহর সঙ্গে একাত্মতা অর্জনে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন তারা সুফি নামে পরিচিত। এই সুফিতত্ব কোরআন হাদীসের দ্বারা স্বীকৃত কিনা, বিদ্বজন সমাজে বিতর্ক ছিল। এই বিতর্কের আবসান ঘটালেন ইমামে গজ্জালী (রহঃ) তিনি প্রমাণ করে দেখালেন সুফিতত্ব কোরআন হাদীস দ্বারা স্বীকৃত।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী ঃ– ষোড়শ শতাব্দিতে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম যখন কুসংস্কারের বেড়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে সময়ে ইমামে রব্বানী হযরত শেখ আহমদ সারহান্দী রহমাতুল্লাহি আলায়হির আবির্ভাব ঘটে। তাঁর মেধা ছিল অসাধারণ, তিনি সাত বৎসর বয়সে গোটা কোরআন শরীফ মুখস্ত করেন। তাঁর বাতেনী ইলমের মুর্শিদ (আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শিক্ষক) হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি গর্বভরে বলতেন "ইমামে রব্বানী শেখ আহমাদ এমন একটি দীপ্তিয়মান সূর্য্য যার তীব্র আলোকের সম্মুখে আমার মত হাজার হাজার তারকা স্তিমিত হয়ে যায়" তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মত হল পার্থিব বস্তুর ভালোবাসা ও আকাঙ্খা জাহেরী আলেমগণের সুন্দর বদনের কলঙ্ক স্বরূপ। উক্ত আলেমগণ পরশপাথর তুল্য, তাম্র লৌহ যাহা কিছু তাকে স্পর্শ করে তা সোনায় পরিণত হয়। কিন্তু সে পাথর থেকে যায়। তার বিখ্যাত মাকতুবাত শরীফ গভীর জ্ঞানের খনি।

রসায়ন ও গণিত শাস্ত্রে অবদান ঃ–আরবদের রসায়ন চর্চায় ও গণিত চর্চায় প্রভাব উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ আরবদের মুসলিমরাই রসায়ন ও গণিত শাস্ত্রের প্রবর্তক। জাবির, আররাজি, ইবনে সীনা, জাবির বিন হাইয়্যান, আল খোয়ারিজমি, আল বাত্তানী, ওমর খৈয়াম, আলবিরুনী, আল খোজান্দি, সাবিত বিন কুরা, আল জারকালি প্রমুখের মৌলিক অবদান রসায়ন ও গণিত শাস্ত্রে সর্বসম্মত। মধ্য যুগের বিখ্যাত রসায়নবিদ আররাজি রসায়ন শাস্ত্রের উপর কয়েকটি বিশালাকৃতির পুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে "Book of Balance" এবং "Book of Properties" উল্লেখযোগ্য।

আল খোয়ারিজমী ঃ– পাটী গণিত, বীজ গণিত ও জ্যামিতিতে দক্ষ ছিলেন তাঁর রচিত বীজ গণিতের বিখ্যাত গ্রন্থ "আল জেবর ওয়াল মুকাবালা" পাটী গণিত সম্পর্কিত গ্রন্থ "কিতাবুল হিন্দ" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিজ্ঞান শাস্ত্রে অবদান ঃ–পদার্থ বিদ্যায় মুসলীম মনীষীদের অবদান উল্লেখ যোগ্য, আল কিন্দি, আল বিরুনী, মুসা ভাতৃদ্বয়, সাবিত বিন কুরা, আল হাইয়াম, আল হাজেন প্রমুখ পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক গবেষনায় মৌলিক চিন্তার ছাপ রেখেছেন। তাদের প্রচেষ্টায় পদার্থ বিজ্ঞান চর্চায় কল্পনা প্রসুত চিন্তা ধারার পথ বাতিল হয় এবং পরিক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পথ গৃহিত হয়। ফলে বিজ্ঞান সম্মত নতুন আবিস্কারের পথ প্রশস্ত হয়।

বিজ্ঞান গবেষনায় ও চর্চায় মহাম্মদ কুদরত ই খোদা, আব্দুস সালাম ও এ.পি.জে. আবুল কালাম এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল কিন্দি ঃ–আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইশক আল কিন্দি আরব্য জাতীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। বিজ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রায় ২০৭টি গ্রন্থ রচনা করেন যার মধ্যে আলোক তত্ব সম্বন্ধীয় "De aspectibus" গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য।

আল বিরুনী ঃ–আবু রাইহান মহম্মদ ইবনে আহমাদ আলবিরুনী দশম–একাদশ শতাব্দির বিখ্যাত পন্ডিতদের মধ্যে অন্যতম। পদার্থ বিজ্ঞানে তার শ্রেষ্ঠ অবদান ১৮টি মূল্যবান পাথর ও ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়। বিভিন্ন ধাতু ও খনিজ সংগ্রহ ও তাদের বাহ্যিক ধর্ম, ঔষধ হিসাবে সম্ভাব্য ব্যবহার।

ইবন আল হাইয়ান ঃ–ইউক্লিড ও টলেমির ধারণা অনুযায়ী চোখ থেকে রশ্মি নির্গত হয়ে বস্তুর উপর পড়লে তবেই বস্তু দৃশ্যমান হয়। তাদের ধারণা যে ভুল সে কথা প্রথম বলেন "আল হাজেন" তিনি প্রমাণ করেছেন বস্তু থেকে নির্গত হয়ে চোখে এসে পড়লেই তবে তা দৃশ্যমান হয়।

কুদরত-ই-খোদা ঃ– আমাদের দেশ কৃষি প্রধান। দেশের উন্নতি নির্ভর করে কৃষির উন্নতির উপর। ডঃ কুদরত-ই -খোদা আমাদের গ্রামে গঞ্জে সহজে প্রাপ্য কৃষিজাত দ্রব্যের উপরই তিনি গবেষনা করেন। উত্তরবঙ্গে এক প্রকার লম্বা লম্বা ঘাস প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তিনি এই ঘাস থেকে সুগন্ধি তেল, বর্জ্য পদার্থ থেকে কাগজ এবং রেশম সুতো তৈরী করেন।

তিনি পাটের উপর গবেষনা করে নয়টি বস্তু আবিস্কার করেন। যেমন –পাট বীজ থেকে তেল তৈরী, পাটকাঠি থেকে তক্তা, বাসন কোশন, পেয়ালা, গ্লাস, প্রভৃতি তৈরী করেন। পাট বীজ থেকে হৃদযন্ত্রের ঔষধ নিষ্কাষণ তার কীর্তি।

নারিকেল তেল থেকে বিভিন্ন জিনিস উৎপাদনের কথা এবং সমুদ্রের জলকে বিভিন্ন ভাবে কাজে লাগাবার উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য "যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি" "বিশ্বভারতী বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী", "কোরআনের পূত কথা" ইত্যাদি।–চলবে

"সন্তান যখন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়, তখন বাবা-মা সতর্ক হয়ে কথা বলেন যেন কোন কথায় সে মাইন্ড না করে।
সন্তান যখন আলিম হয় তখন সতর্কতা অবলম্বন করে সন্তান, যেন কোন কথায় বাবা মা কষ্ট না পান।"– (History of Muslims)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত খাজায়ে খাজেগান খাজা

বাহাউদ্দিন নকশেবন্দী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

মহম্মদ বাদরুল ইসলাম নকশেবন্দী মুজাদ্দেদী

ইমামুশ শরীয়ত, তরিকত, হাকিকাত ও মারেফাত হযরত খাজায়ে খাজেগান সরওয়ারে আরেফান সাইয়েদ মহম্মদ বাহাউদ্দিন নকশেবন্দ বোখরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি হোসাইনী সাইয়েদ ছিলেন। তাঁর পবিত্র নাম বাহাউদ্দিন মহম্মদ বিন মহম্মদ বিন মহম্মদ। তাঁর দাদা জালালুদ্দিন নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর দাদা হযরত খাজা মহম্মদ বাবা সাম্মাসী রহমাতুল্লাহি আলায়হির ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন।

হযরত খাজা নকশেবন্দ রহমাতুল্লাহি আলায়হি কাসরে আরেফাঁ নামক স্থানে ৭১৮ হিজরীতে মহরম মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। কাসরে আরেফাঁ নামক গ্রাম বোরখারা শহর হতে ৬-৭ মাইল দূরে অবস্থিত প্রথমে ঐ গ্রামে নাম "কাসরে হিন্দুওয়াঁ ছিল" এই কসরে হিন্দুওয়াঁ গ্রামে হযরত খাজা মহম্মদ বাবা সাম্মাসী প্রায়ই আসতেন।

হযরত খাজা মহম্মদ বাহাউদ্দিন আলায়হির রহমার উপাধী নকশেবন্দ। তার কয়েকটি কারণ বর্নিত হয়েছে ঃ-

১। হযরত খাজা সাম্মাসী যখন তাঁর খলিফা সাইয়েদ আমীরে কোলাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে হযরত খাজা মহম্মদ বাহাউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে তরবিয়াতের জন্য সমার্পন করেন তখন বলেন-"নকশেবন্দ" এই জন্য তাঁকে বলা হয় নকশেবন্দ।

২। প্রত্যেক অনুসন্ধানকারী যিনি সৎ নিয়তে এবং সততার সঙ্গে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতেন তাঁর ফায়েজ ও বরকত তার দিলে নকশে মানুবী হয়ে যেত এজন্য তাঁকে নকশেবন্দ বলা হয়।

৩। হালাল রুজি অন্বেষনের জন্য হযরত নকশেবন্দ কামখাব অর্থাৎ মূল্যবান পোশাক তৈরী করার কারবার ছিল। বোরখারাতে কমখাব তৈরী করা কে নকশেবন্দ বলা হয়। তাঁর এবং তাঁর পিতার ইহাই পেশা ছিল তাই তাঁকে নকশেবন্দ বলা হয়।

শানে হাবিবুর রহমানে বর্ণিত হয়েছে-একদিন খাজা নকশেবন্দ রহমাতুল্লাহি আলায়হি এক কুম্ভকারের ভিটিতে গেলেন, সেখানে মাটির থালা তৈরী হচ্ছিল। তিনি এসে তার উপর দৃষ্টি দিলে অগ্নিতো নুর হয়ে গেলই উপরুন্ত মাটির থালার উপর আল্লাহ আল্লাহ নামের নকশা অঙ্কিত হয়ে গেল। কুম্ভকার ইহা দর্শণে বিস্মিত হয়ে বলল-"আয়ে শানে নকশেবন্দ তু নফসে বাবান্দ
নকশে চুলা বাবান্দ কে গোয়ান্দ নকশেবন্দ।"
অর্থাৎ হে নকশেবন্দ এর বাদশাহ আপনি আমার দিলে এ রকম নকশা এঁকে দিন যেমন ভাবে মানুষেরা আপনাকে বলে নকশেবন্দ।

হযরত বাবা সাম্মাসী আলায়হির রহমার ভবিষ্যতবাণী ঃ—

হযরত খাজা মহম্মদ বাবা সাম্মাসী আলায়হির রহমা যখন কাসরে হিন্দওয়াঁ অতিক্রম করতেন তখন বলতেন এই স্থান হতে ওলির সুগন্ধ আসছে অতিসিঘ্র এই কাসরে হিন্দওয়াঁ কাসরে আরেফাঁতে পরিণত হবে। একদিন তাঁর নিজ খলিফা খাজা আমীরে কোলাল রহমাতুল্লাহি আলায়হি ঘর হতে কাসরে আরেফাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলেন আজ এই খুসবু বেশী পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবতঃ ঐ আল্লাওয়ালা জন্ম গ্রহণ করেছেন। যখন ঐ গ্রামে আসলেন তখন জানতে পারলেন যে হযরত খাজা বাহাউদ্দিন আলায়হির রহমা তিন দিন পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

খাজা বাহাউদ্দিন আলায়হির রহমার দাদা যখন তাঁকে বাবা সাম্মানীর নিকট নিয়ে আসলেন তখন তাকে দেখেই বাবা সাম্মানী বললেন–এ আমার সন্তান। আমি তাঁকে আমার খিদমতে কবুল করে নিলাম। তার পর তাকে কোলে নিয়ে নিজের জিহ্বা মোবারক শিশুর মুখে দিলে তিনি তা এত জোরে চুসলেন যে হযরতের জিহ্বা শুকিয়ে গেল। বাবা সাম্মানী ইহাতে খুব খুশি হয়ে বললেন–এই শিশুর অলি হিম্মতের উপর আমি হারিয়ে গেছি। ভবিষ্যতে এই শিশু কত বড় ওলি আল্লাহ হবেন এখনই তার প্রমাণ দিলেন।

তারপর তাঁর দাদাকে ইরশাদ করলেন–সাবধান এই শিশুর হেফাজত করবেন। এই মোবারক শিশুর বদৌলতে এই হিন্দওয়াঁ বোর্জগানে দ্বীনের বালাখানায় পরিণত হবে।

অতঃপর তিনি নিজ খলিফা হযরত আমীরে কোলালকে উদ্দেশ্য করে বললেন–তুমি আমার এই সন্তান এর তরবিয়াতে, শিক্ষা-দীক্ষায় কোন ত্রুটি করিও না। যদি তাঁর তরবিয়াতে কোন ত্রুটি হয় তাহলে তোমাকে আমি ক্ষমা করব না। হযরত আমীরে কোলাল মাথা নীচু করে বললেন–আমি মুর্শিদের হুকুম মোতাবিক হুকুম পালন করিতে কোন ত্রুটি করব না।

বাল্যকাল ও শিক্ষা ঃ—সেই সময়ের কামেল শায়েখ এর দোয়া ও কবুলিয়াতের দৃষ্টিতে হযরত খাজা নকশেবন্দ বাল্য কাল হতেই সাহেবে কারামাতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর বয়স যখন চার বৎসর সেই সময় একটি গাভীকে দেখে বলেছিলেন ইহার পেটে সাদা কপাল ওয়ালা বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করবে। কয়েক মাস পরে ঠিক সেই রকম সাদা কপাল ওয়ালা বাচ্চা সেই গাভীর পেট হতে জন্ম গ্রহণ করেছিল।

জাহেরী ইলম অর্জন করার পর যখন সুলুক এর রাস্তার দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি তাঁর রুহানী পিতা হযরত বাবা সাম্মানীর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন নিজ মস্তককে তাঁর কদমের উপর রেখে বললেন–আমি আপনার প্রবিত্র কদমের বরকতে এই মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছেছি এই অবস্থায় আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি। হযরত বাবা সাম্মানীর শুভ দৃষ্টি খাজা নকশেবন্দের উর্দ্ধগগনের দরজা খুলতে থাকে।

হযরত খাজা নকশেবন্দ বলেন–আমি বাবা সাম্মানীর মাসজিদে দুই রাকায়াত নামাজ আদায় করে দোয়া করলাম–ইয়া ইলাহী আমাকে দুঃখ কষ্ট সহ্য করার শক্তি দান করুন। নিজ মহব্বতের মেহেনত কষ্ট সহ্য করার শক্তি দান করুন। সকাল বেলায় হযরত বাবার খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি বলেন–হে আমার ফরজন্দ বাহাউদ্দিন দোয়া এই রকমই চাওয়া দরকার।

তারপর তিনি দোয়া করলেন–ইলাহী যা তোমার সন্তুষ্টি তারপর এই দুর্বল বান্দাকে নিজ মেহেরবাণীতে সাবেত ও কায়েম রাখুন।

হযরত সাইয়েদ আমীরে কোলালের খিদমতে ঃ—

হযরত বাবা সাম্মাসী আলায়হির রহমা খাজা বাহাউদ্দিন নকশেবন্দের চারিত্রিক ও রুহানী তরবিয়াত নিজ খলিফা হযরত আমীরে কোলালের হাতে সমর্পণ করেন। সেই মত খাজা নকশেবন্দ তাঁর খিদমতে এক জামানা পর্যন্ত উপস্থিত থেকে রুহানী ফায়েজ লাভ করতে ও তরিকতের মাঞ্জিল লাভ করতে থাকেন। তিনি তাঁর নিকট থেকে জিকরে খফী করতেন যদিও তাঁর উদ্ধতন পীরগণ জিকরে জলীর সঙ্গে জিকরে খফী ও করতেন এবং তাঁর পীরভাইগণ জিকরে জলী করতেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

একদিন তাঁর পীর ভাইগণ সাইয়েদ আমীরে কোলাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট অভিযোগ করলেন বাহাউদ্দিন আমাদের সঙ্গে জিকরে জলী না করে একাকী জিকরে খফী করতে থাকে। তার উত্তরে তিনি বললেন–তোমরা আমার ফরবন্দ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করেছ। তোমরা প্রকৃত ঘটনা অবগত নও। তিনি সর্বদতা আল্লাহ তায়ালার খাস নজরের মধ্যে রহিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার পেয়ারা বান্দাদের দৃষ্টিও রাব্বুল আলামিনের দৃষ্টির অনুগামী। বাহাউদ্দিনের ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই।

তারপর তিনি নকশেবন্দ রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে লক্ষ করে বললেন–হে আমার ফরজন্দ বাহাউদ্দিন হযরত বাবা সাম্মাসী আমার উপর আপনার শিক্ষা দীক্ষার ও তরবিয়াতের যে দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন আমি তাঁর ওসিয়ত মতো আপনার তরবিয়াতে সর্ব শক্তি উজাড় করে দিয়েছি। আমার সিনাকে তোমার জন্য সুখনো করে দিয়েছি। আপনার রুহানী পক্ষী সেই রূপ ডিম হতে বের হয়ে এসেছে এবং তা উর্দ্ধাকাশে উড়বার জন্য যথেষ্ট শক্তি অর্জন করেছে। এখন আপনি তুর্কিস্থান ও তাজাকাস্থান বা যেখানেই যা কিছু মিলে তা অর্জন করতে কার্পণ্য করবেন না।

একদিন হযরত আমীরে কোলাল খাজা নকশেবন্দ বললেন উসতাদ নিজ ছাত্রের তরবিয়াত করে পূর্ণতা প্রকাশ করেন। উসতাদ ইচ্ছা করেন তাঁর ছাত্রের তরবিয়াতে আসর। তিনি বলেন পীর সাইয়েদ বুরহান উপস্থিত কেউ তার উপর নিজ কবজার হাত রাখে নাই। তুমি তার তরবিয়াতে মশগুল হয়ে যাও। খাজা নকশেবন্দ নিজ পীর মুর্শিদের হুকুম অনুসারে আমীরে বুরহানকে বাতিনী তাওজ্জা প্রদান করতে লাগলেন। সেই সময়ই তার উপর তাশাররফ এর আসর প্রকাশ হতে থাকে। তার বাতেনী আলামত প্রকাশ হতে থাকে। আমীর বুরহান এর অবস্থার প্ররিবর্তন প্রকাশিত হয়। পীর খুশি হন।

অন্যান্য পীর ও মাশায়েখগণের সহবতে ঃ—

শায়েখে তরিকত আমীরে কোলাল এর নিকট হতে ইজাজত ও খেলাফত লাভের পর সেই সময়ের কামেল সুফী ও মাশায়েখগণের খেদমতে থেকে ফায়েজ ও বরকত লাভ করেন এবং তরিকার উর্দ্ধস্তরে পৌছান। তিনি সর্ব প্রথম শায়েখ কুশাম এর সোহবত ও ফায়েজ লাভ করেন। দুবার পবিত্র হজ ও জিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করেন। আরব ও আহমের মাশায়েখগণের সোহবত লাভ করেন। দ্বিতীয়বার হজ্জ হতে ফেরার সময় হযরত জয়নুদ্দিন আবু বাকার তায়েবাদীর খানকাহ শরীফে অবস্থান করেন। তিনি বারো বৎসর শায়েখ আতা তুরকের সোহবত লাভ করেন। তিনি বলেন–যে ব্যক্তি খোদার সন্তুষ্টির জন্য আমার খেদমতে থাকে সে সৃষ্টির নিকট ইজ্জত প্রাপ্ত হয়।

শেষ পর্যন্ত তিনি বোখারা তাশরীফ নিয়ে আসেন এবং সেখান হতেই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ফায়েজ বরকত প্রদান করতে থাকেন।

তাঁর পবিত্র নাম হতেই তরিকার নাম "তরিকায়ে নকশেবন্দিয়া"

হযরত খাজা নকশেবন্দ রহমাতুল্লাহি আলায়হি খাজেগানের জজবা (আকর্ষণ) লাভের পরে সুলুকে ফাওকানীর (উর্দ্ধজগতের পরিভ্রমণ) দিকে মনোনিবেশ করেন। এই অবস্থায় তিনি সুলুকের সর্বশেষ বিন্দুতে পৌছে ফানা ফিল্লাহ ও বাকা বিল্লাহ হাসিল করে বেলায়াতের মরতবা লাভ করেন। অতঃপর তিনি শাহাদতের (আত্মক দর্শন) মাকামে পৌছান যা বেলায়াতের উপরে অবস্থিত। সেখান হতে সিদ্দিকিয়াতের মাকামে পৌছে কামাল ও তাকমিলের দরজা হাসিল করেন। অতৎপর তিনি মায়ীয়াতে জাতীর রাস্তায় গায়েবে হুইয়াতের জাত পর্যন্ত পৌছান।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

স্বীয় পীর ও মুর্শিদের প্রতি ভক্তি মহব্বত ও মোতাওয়াজ্জাহ কত গভীর ছিল তা একটি মাত্র উদাহারণ থেকে উপলব্ধি করা যায়।

তিনি বলেন–"একদিন আমি হযরত খাজা সাইয়েদ আমীরে কোলাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দরবারে হাজির হবার নিয়তে রওনা হলাম। পথে হযরত খেজের আলায়হিস সালাম রাখালের বেশে সওয়ারী অবস্থায় আমার সামনে হাজির হলেন। তাঁর মাথায় টুপি ও হাতে ছড়ি ছিল। তিনি তুর্কি ভাষায় আমাকে "তুমি ঘোড়া দেখেছ" বলে তাঁর হাতের ছড়ি দ্বারা প্রহার করলেন। আমি কিছুই বললাম না। তিনি কয়েকবার আমার পথ আগলিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু আমি আমার পথ চলা বন্দ না করে বললাম আমি আপনাকে চিনি আপনি খেজের আলায়হিস সালাম। তিনি মারাহেলা সরাইখানা পর্যন্ত আমার পিছনে পিছনে আসলেন এবং বললেন কিছুক্ষণ আমার নিকট অপেক্ষা করো। আমি তাঁর কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে নিজ পীর ও মুর্শিদের দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে দেখেই বললেন–পথে খেজের আলায়হিস সালামের সাথে মোলাকাত হয়েছিল আপনি তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নাই কেন ?

আমি বললাম–হুজুর আমি আপনার প্রতি এত মোতোওজ্জাহ ছিলেম যে তাঁর কথায় কর্ণপাত করি নাই।

হযরতের আজিজী, ইনকেশারী, কঠোর রিয়াজাত, মোশাহেদা ও মোজাহেদার ফসল "তরিকায়ে নকশেবন্দ" যার সমন্ধে তিনি স্বয়ং ইরশাদ করেন–

"আমার তরিকা উরওয়াতে ইসকা (অত্যান্ত কঠিন বাঁধনে বাঁধা) কারণ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নতের ইততেবা (অনুসারী) এবং সাহাবায়ে কেরাম এর ইকতেদা-ই (জীবনাদর্শ ও কর্ম পদ্ধতির বাস্তাবায়ন এবং প্রতিফলন) আমার তরিকার মূল ভিত্তি।

আমার তরিকায় অল্প আমলেই অধিক ফল পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার একমাত্র পূর্বশর্ত আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে সোপর্দ করা এবং সুন্নতের পূর্ণ ভাবে পায়বরী করা।

নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের পুঙ্খানু পুঙ্খ অনুসরণে তাঁর নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর উপর কতখানী রাজী ছিলেন তা একটি মাত্র ঘটনার মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়।

একদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে তন্দুরে রুটি লাগিয়েছিলেন। সকলের রুটি সেকা হয়ে গেল কিন্তু নবীপাকের রুটি কাঁচাই রয়ে গেল। কারণ তিনি ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামিন। তাঁর মোবারক হস্তের স্পর্শ যে বস্তুতে লেগেছে তা কোন দিন অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না।

হযরত নকশেবন্দ বোখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি অনুরূপ ভাবে একদিন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তন্দুরে রুটি লাগিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর রুটি ও কাঁচা থেকে যায়। তিনি ছিলেন দয়ার নবী রহমাতুল্লিল আলামীনের পেয়ারা। নবীপাকের রহমতের অসিলাতে তাঁর রুটিও কাঁচা থেকে যায়। হযরত বাহাউদ্দিন নকশেবন্দ রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলতেন–আমাদের হযরত খাজেগানের চারটি নেসাবত– প্রথমতঃ–হযরত খাজা খিজির আলায়হিস সালাম।

দ্বিতীয়তঃ– হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

তৃতীয়তঃ – সাইয়েদোনা হযরত আলী কররামাল্লাহু ওয়জহাহু।

চতুর্থতঃ– সাইয়েদোনা হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কারামাত ঃ—হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশেবন্দ আলায়হির রহমার মারেফাত ও সুলুকে এই রকম উচ্চ মাকাম লাভ করেছিলেন যা খুব কম সুফি ও সালেহীনদের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি উচ্চ দরজার মুসতাজাবুত দাওয়াত সাহেবে কাশফ ও কারামাত ছিলেন। তাঁর দ্বারা বহু কারামাত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখিত হল।

ঝড় তুফান বন্দ হওয়া ঃ——————————

১। হযরতের এক ভক্তের বর্ণনা যে বোখারা একবার দুষমনদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। ইহাতে বহু লোকের প্রাণ যায় এবং বহু লোককে বন্দি করা হয়। সেই বন্দিদের মধ্যে তার ভাইও ছিলেন। তার বিচ্ছেদে তার পিতা এতটাই পেরেশান এবং ক্রন্দন করতে ছিল এবং বলতেছিল যে আমার ছেলেকে যে কোন উপায়ে এনে দাও। ভক্ত বলেন তিনি পেরেশান হয়ে হযরতের দরবারে উপস্থিত হয়ে তার ভাই ও পিতার কান্নার কথা বলেন।

হযরত বলেন–তাড়াতাড়ী যাও তোমার পিতার সন্তুষ্টি অর্জন করো। ভক্ত মুরিদ হযরতকে নজরানা স্বরূপ এক দিহরাম প্রদান করেন। তিনি তা কবুল করে আবার তাহা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন– ইহা নিজের নিকটে রাখো ইহাতে বরকত হবে এবং যখন সফরে বিপদে পড়বে তখন আমার প্রতি তাওাজাহ করবে।

মুরিদ বলেন–আমি ঐ দিকে যেদিকে আমার ভাইকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছেল সেই দিকে রওনা হলাম। আমার ব্যবসাতে খুব লাভ হল এবং সহজেই ভাইকে ফিরে পেলাম। তারপরে আমি ফিরবার পথে নৌকায় করে ফিরছিলাম। হঠাৎ প্রবল বেগে ঝড় আরম্ভ হল নৌকা ডুবু ডুবু অবস্থা। প্রাণ সংশয়ে সকলেই চিৎকার করে কান্না আরম্ভ করল। বাঁচার আর আসা নাই। সেই সময় আমার হযরতের কথা স্মরণ হল, তিনি আমাকে বলেছিলেন বিপদ এলে আমার প্রতি মোতাওয়াজ্জাহ হইও। আমি তাঁর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করলাম এবং তাঁকে স্বয়ং দর্শন করলাম এবং তাঁর বরকত ও দোয়াতে ঝড় থেমে গেল। আমরা সকলেই বেঁচে গেলাম।

কিছুদিন পরে যখন আমি আমার ভাইকে নিয়ে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং সালাম নিবেদন করলাম তিনি মুচকি হেঁসে বললেন সেই সময় তুমি নৌকাতে আমাকে স্মরণ করেছিলে আমি উপস্থিত হয়ে সালামের জবাব দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি বুঝতে পারো নাই।

২। একবার তিনি উচ্চ হালাতে থাকার সময় মহম্মদ জাহেদ নামক এক ব্যক্তিকে বললেন–তুমি মরে যাও। সে ব্যক্তি তখনই মারা গেল। তারপর গায়েবী ইশারায় আবার বললেন–জিন্দা হয়ে যাও। সে ব্যক্তি আবার জিন্দা হয়ে গেল।

খলিফা ও বেস্বাল ঃ——————————

তাঁর মুরিদ ও খলিফা অগণিত ছিল। কিন্তু তাঁর খলিফাদের মধ্যে হযরত খাজা আলাউদ্দীন আত্তার এবং হযরত খাজা মহম্মদ পারসা ফযিলত ও পরিপূর্ণতায় উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

৭১৮ হিজরী মহরম মাসে তাঁর জন্ম ৭৯১ হিজরী ৩রা রবিউল আওয়াল সোমবারের রাত্রে এই দুনিয়া হতে পরদা গ্রহণ করেন। বোখারা হতে পায় দুই মাইল দুরে কাসরে আরেফাঁতে তাঁর পবিত্র মাজার মোবারক বিদ্যমান। –রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

(মাশায়েখে নকশেবন্দিয়া, জিকরুস সালেহীন প্রভৃতি পুস্তক হতে)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

চোখে চুমা দেওয়ার মাসায়েল

মূল রচনা-মোঃ শফিউল খাতিব আওকাড়বী
অনুবাদ–মাওলানা আবুল কালাম আমজাদী

হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম আজানে শুনার সময় বুড়ো আঙ্গুল অথবা শাহাদত আঙ্গুলে চুমা দিয়ে চোখে লাগানো জায়েজ, মুস্তাহাব এবং খুব রহমত ও বরকতের কারণ। ইহা জায়েজ এবং ইহার উপর বহু দলিল আছে কিন্তু নাজায়েজ হওয়া সম্পর্কে কোন দলিল নেই। নিম্নে কিছু দলিল বর্ণিত হইল।

১) আল্লামা ফাযিলুল কামিল শাইখ হযরত ইসমাইল হাক্কি রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর বিখ্যাত কিতাব তাফসীরে রুহুল বয়ানে লিখেছেন–

কাসাসুল আম্বিয়া ও অন্যান্য কিতাবে আছে যখন আদম আলায়হিস সালামের জান্নাতে হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখার বাসনা জাগলো তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করলেন যে তিনি তোমার বংশ হতে শেষ জামানায় আগমন করবেন তখনই হযরত আদম আলায়হিস সালাম আপনার সাক্ষাতের জন্য আবেদন করেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলায়হিস সালামের ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুলে নূরে মহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কে চমকালেন তখন সেই নুর আল্লাহর তসবীহ পড়ল যার কারণে এই আঙ্গুলের নাম কলেমার আঙ্গুল হয়েছে। (রওদুল ফায়িক)

এবং আল্লাহ তায়ালা নিজ হাবিব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জামালকে হযরত আদম আলায়হিস সালাম এর দুই বুড়ো আঙ্গুলের নখে আয়নার মত প্রকাশ করলেন, তখন হযরত আদম আলায়হিস সালাম দুই বুড়ো আঙ্গুলের নখে চুমা দিয়ে চোখে লাগালেন। সুতরাং এই সুন্নাত হযরত আদম আলায়হিস সালাম এর সন্তানদের মধ্যে চালু রয়েছে।

আবার যখন হযরত জিবরিল আলায়হিস সালাম এই খবর নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে দিলেন তখন তিনি এরশাদ করলেন। যে ব্যক্তি আজানে আমার নাম শুনে নিজ বুড়ো আঙ্গুলের নখে চুমা দিয়ে চোখে লাগালো সে কোন দিন অন্ধ হবে না।

(তফসীরে রুহুল বয়ান, ৪র্থ খন্ড ৬৪৯ পৃষ্ঠা)

২) মুহিত্ব নামক কিতাবে লিখিত আছে যে, পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে নববীতে তাশরীফ আনয়ন করেন এবং একটি থামের নিকট বসে গেলেন, হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও নাবীপাকের সামনে বসলেন। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উঠে গিয়ে আজান দিতে আরম্ভ করলেন। যখন তিনি আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ পড়েন তখন হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আপন দুই বুড়ো আঙ্গুলের নখ নিজ চোখের উপর রেখে পড়লেন "কুররাতু আইনি বিকা ইয়া রাসুলুল্লাহ।

হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আযান দেওয়া সমাপ্ত হলে নবীপাক স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হে আবু বাকার যে ব্যক্তি তোমার মত করবে আল্লাহপাক তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। (সুবহানাল্লাহ) –তাফসীরে রুহুল বয়ান

৩) হযরত শাইখ ইমাম আবু ত্বালিব মুহাম্মাদ ইবনে আলী মালিকী রহমাতুল্লাহি আলায়হি নিজ কিতাব কুওয়াতুল কুলুবে হযরত উইয়াইনা হতে বর্ণনা করেছেন যে হযুরপাক স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ১০ই মুহাররম জুময়ার নামাজ পড়ার জন্য মাসজিদে তশরীফ আনলেন এবং একটি থামের নিকট বসে গেলেন। হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আজানে হুজুরপাকের নাম শুনে নিজ বুড়ো আঙ্গুল এর নখ চোখে বুলালেন এবং বললেন "কুররাতু আইনিবিকা ইয়া রাসুল্লাল্লাহ" হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আজান সমাপ্ত করলে হুজুরপাক স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন–হে আবু বাকার যে ব্যক্তি আমার নাম শ্রবণ করে নিজ বুড়ো আঙ্গুল চোখে বুলাবে এবং তুমি যা পড়লে তাহা পড়লে আল্লাহ তায়ালা তার নতুন ও পুরাতন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহকে মাফ করে দিবেন।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান ৪র্থ খন্ড ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

৪) আল্লামা ইমাম শামশুদ্দিন শাখাবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি দাইয়ালামীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন মুয়াজ্জিনকে "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" বলতে শুনেন তখন তিনিও পড়লেন এবং শাহাদত আঙ্গুলের নিচের দিকে চুমা দিয়ে চোখে লাগালেন। তখন হুজুরপাক এরশাদ করলেন যে ব্যক্তি আমার এই প্রিয় দোস্তের মত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত হালাল হয়ে গেল।

(আলামাকাসিদুল হুসনা ফিল্লাহদিসিল দারিয়াতি আলা-স সুন্নাতি)

৫) উক্ত ইমাম শাখাবী হযরত আবুল আব্বাস ইবনে আবু বাকার আররেদালিল ইয়ামানির কিতাব "মুজাবাতুর রহমাহ ওয়া আজায়িমুল মাগফিরাহ" হতে নকল করেছেন যে হযরত খিজির আলায়হিস সালাম এরশাদ করেছেন–যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের মুখে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ শ্রবণ করে বলে মারহাবা বিহাবিকা ও কুররাতু আইনি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম অতঃপর বুড়ো আঙ্গুল চোখের উপর রাখে তার কোন দিন চোখ উঠবে না।

৬) এই ইমাম সাখাবী ফাকীহ মহম্মাদ ইবনে সায়িদ খাতলানী রহমাতুল্লাহ আলায়হি হতে বর্ণনা করেছেন যে সায়েদুনা হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এরশাদ করেন–মুয়াজ্জিনের আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলা মনে বলবে মারহাবা বিহাবীবি ওয়া কুররাতু আইনী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম তারপরে বুড়ো আঙ্গুল চুমে চোখের উপর রাখে সে কোন দিন অন্ধ হবেনা এবং তার কোন দিন চোখ উঠবে না।

(মাকাসিদুল হাসানাহ)

৭) এই ইমাম সাখাবী ইমাম মহম্মদ ইবনে সলেহ এর তারিখ হতে নকল করেছেন যে তিনি বলেছেন ইরাকের অনেক মাশায়েখ হতে বর্ণিত হয়েছে যে যখন বুড়ো আঙ্গুল চুমে চোখে বুলানো সময় এ দরুদ শরীফ পড়ে (স্বল্লাল্লাহু আলায়কা ইয়া সাইয়েদি ইয়া রাসুলাল্লাহি ইয়া হাবিবা ক্বালবি ইয়া নূরা বাসরী ওয়া ইয়া কুররাতু আইনি) ইনশাল্লাহ তায়ালা কখনো চোখ উঠবে না, ইহা পরিক্ষিত। ইহার পর উল্লেখিত ইমাম বলেন যে দিন আমি মুনলাম সেদিন হতেই এই আমল করছি সে দিন আমার চোখ উঠেনাই এবং ইনশায়াল্লাহ তায়ালা উঠবে না। (মাকাসিদুল হাসানা)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৮) তিনি ইমাম ত্বাউস হতে নকল করেছেন যে তিনি শামসুদ্দিন মহম্মদ ইবনে আবি নস্বর বুখারী হতে এই হাদীস মুবারক শুনেছি যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের হতে কলেমা শাহাদত শুনে বুড়ো আঙ্গুলের নখে চুমা দিয়ে এবং চোখে বুলায় সেই সাথে এটা পড়ে যে (আল্লাহুম্মাহ ফাজ্ব হাদাক্বাতি ওয়া নূরাহুমা বিবারকাত হাদাক্বাতি মুহাম্মদি রাসুলিল্লাহি স্বল্লার রাসুলিল্লাহি স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামা ওয়া নূরীহিমা লাম ইয়ামি) –মাকসিদুল হাসানা।

৯) শারহে মেক্বইয়াহাতে আছে–জেনে রাখো আজানে প্রথম শাহাদাত শোনার পরে স্বাল্লাল্লাহু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ এবং দ্বিতীয় শাহাদাত শোনার পর কুররাতু আইনিবিকা ইয়া রাসুলাল্লাহ বলা মুস্তাহাব। এর পর বুড়ো আঙ্গুলের নখ চুমে চোখে রাখে এবং বলে আল্লাহুম্মা মাত্তিনি বিস সামায়ী ওয়াল বাসরী তবে হুজুরপাক স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের পিছনে নিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

১০) আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি রদ্দুল মুহতার এর শারাহ দুররে মুখতারে এই ইবারত লিখে বলেন এমনটাই কানজুল ইবাদ, ইমাম ক্বাহাসতানি, এই রকমই ফাতাওয়ায়ে সুফিয়াহ হতে এবং কিতাবুল ফিরদাউসে আছে "মান্ ক্বাবালা জিফরই ইবহামায়াহি ইনদা সেমায়ে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহি ফিল আযানে আনা ক্বায়দুহওয়া মুদাখিলুহু ফি সুফুফিল জান্নাতি ওয়া তামামুহু ফি হাওয়া শি আল যরুরির রমলি" (রাদ্দুল মুহতার শারাহ দুররে মুখতার)

অর্থ হল ঃ–যে ব্যক্তি আজানে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ শুনে নিজ বুড়ো আঙ্গুল এর নখে চুমা দিল তার সম্পর্কে হুজুরপাক স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন আমি তার নেতা হবো এবং তাকে জান্নাতীদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করবো।

১১) ফিকাহে হানাফিয়ার সর্দার আল্লামা তাহাত্বাবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি শারাহ মারাকিল ফালাহ এর মধ্যে উল্লিখিত হাদীসের ইবারত এবং দাইলামীর হযরত আবু বাকার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মারফু হাদীস নকল করে এরশাদ করেন এবং এই রকম হযরত খিজির আলায়হিস সালাম হতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ফাজাইলে আমলে এই হাদীসের উপর আমল করা হয়।

১২) আল্লামা ইমাম কাহসতানী আলায়হির রহমা কানজুল ইবাদ হতে নকল করেন, জেনে রেখো নিশ্চয় আজানের পৃথম শাহাদত শুনার পর কুররাতু আইনি বিকা ইয়া রাসুলুল্লাহ বলা মুস্তাহাব। অতঃপর নিজ বুড়ো আঙ্গুলের নখ চুমে নিজ চোখে রেখে বলে আল্লাহুম্মা মাত্তিনী বিসসামায়ে ওয়াল বাসার। তবে হুজুর স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই রকম যে করবে তাকে নিজের পিছনে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। –তাফসীরে রুহুল বয়ান

১৩) শাফেয়ী মাজহাবের বিখ্যাত কিতাব "ইয়ানাতুত ত্বলিবিন আলা হাল্লিল আলফাজি ফাতাহিল মুজিনে" এর ২৪৭ পৃষ্ঠায় এবং মালিকী মাজহাবের বিখ্যাত কিতাব "কিফায়াতুত ত্বলিবের রব্বানী লি রিসালাত ইবনে আবি জায়িদ আলকাইর ওয়ানী" এর ১৬৯ পৃষ্ঠায় আছে যে, যখন আজানে হুজুর স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র নাম শুনবে তখন দরুদ শরীফ পড়বে অতঃপর বুড়ো আঙ্গুলে চুমা দিয়ে চোখে লাগাবে তাহলে চোখ কখনও অন্ধ হবে না এবং চোখ উঠবে না।

১৪) শায়খুল মাশায়েখ, রায়িসুল মুহাক্কিক, মক্কা শরীফের হানাফী ওলামাদের সর্দার মাওলানা জামাল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর মাক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি নিজ ফাতাওয়ায় এরশাদ করেন–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমাকে প্রশ্ন করলো যে আজানে হুজুরপাক স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র নাম পড়ার সময় বুড়ো আঙ্গুল চুমা দেওয়া এবং চোখে রাখা জায়েজ না নাজায়েজ ?

আমি উত্তর দিলাম হ্যাঁ, আজানে হুজুর পাক স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র নাম শুনে বুড়ো আঙ্গুল চুমা এবং চোখে রাখা জায়েজ, মুস্তাহাব, আমাদের মাজহাবের মাশায়েখগণ ইহাকে প্রকাশ্য মুস্তাহাব বলেছেন। (মুনিরুল আইনি ফি হুকমি তাকবীলিল ইবহামাইন)

১৫) শায়খুল আলাম মুফাসসিরুল আল্লামা নুরুদ্দীন খোরাসানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এরশাদ করেন, আমি হুজুরপাক স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র নাম শুনে বুড়ো আঙ্গুল চুমতাম, পরে ছেড়ে ওয়ায় আমার চোখ অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল।

একদিন আমি স্বপ্নে হুজুরপাক স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে দেখলাম, তিনি এরশাদ করলেন তুমি আজানের সময় বুড়ো আঙ্গুল চুমে নখে লাগানো ছেড়ে দিয়েছো কেন ? যদি তুমি তোমার চোখ সুস্থ করতে চাও তবে ঐ আমল পুনরায় শুরু করে দাও। আমি জাগ্রত হলাম এবং আমল শুরু করলাম তাতেই আমার চোখ সুস্থ হয়ে গেল এবং তারপর কোন দিন আমার চোখ অসুস্থ হয় নি। (নাহজুস সালাদ ফি তাকবীলিল ইবহামাইনে ফিল ইকামাহ, পৃষ্ঠা-৪)

১৬) হযরত ওহাব ইবনে মাম্বা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এরশাদ করেন, বানী ইসরাইল গোত্রে একজন ব্যক্তি ছিল যে দুশো বছর ধরে আল্লাহর নাফরমানী করেছিল। যখন সে মারা গেল তখন লোকেরা তার লাশকে নোংরা জায়গায় ফেলে দিল। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আলায়হিস সাল্লামের নিকট ওহি প্রেরণ করলেন ঐ ব্যক্তিকে নোংরা জায়গা হতে উঠিয়ে তার জানাজা পড়ে ও ভালো স্থানে দাফন করো। হযরত মুসা আলায়হিস সালাম আরজ করলেন হে পারওয়ার দিগার বানী ইসরাইলগণ তার নাফরমানীর স্বাক্ষী দিচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করলেন, ঠিক আছে কিন্তু তার অভ্যাস ছিল যখন যে তাওরাত শরীফ খুলতো এবং আমার প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র নাম দেখতো তখন সেই নামকে চুমা দিয়ে চোখে লাগাতো এবং দরুদ পড়তো। এই কারণে আমি তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছি এবং সত্তরটি হুর তার নিকাহে দান করেছি।

(হুলইয়াতুল আওলিয়া আবু নাঈম ৪২ পৃষ্ঠা)

১৮) সাইয়েদুল আরেফীন হযরত মাওলানা রুম রহমাতুল্লাহি আলায়হি মাসনবীতে এরশাদ করেছেন–ঈশাইদের এক জামায়াত যখন নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র নাম পবিত্র কেতাবে পৌছালে নেকীর জন্য সে নামে চুমা দিত এবং মুখে লাগাতো সম্মান প্রদর্শনের জন্য। আর এই সম্মান প্রদর্শন করার জন্যই তাদের গোত্র বেড়ে গিয়েছিল এবং হযরত স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র নুর তাদের সাহায্যকারী ও সাথী হয়েছিল। যদি আহমদ স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র নুরই–হিফাজতের জন্য এত মজবুত কেল্লা হয় তবে তিনার পবিত্র সত্তার ক্ষমতা কেমন হবে বিষয়টি ভেবে দেখুন। (মসনবী শরীফ দফতর আন্তায়াল)

কিছু লোক বলে এই সমস্ত হাদীস জয়ীফ এর একটিও সহীহ মাসবুক হাদীস নয়। যেমন মুহাদ্দেসীন কেরামগণ এ সমস্ত হাদীস লিখে বলেছেন "লা ইয়াসিহহু ফিল মারফু" সুতরাং জয়ীফ হাদীস হতে কেমন করে এক শরয়ী মাসয়ালা প্রমাণ হতে পারে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তার উত্তরে এতটা বলা যথেষ্ট যে মুহাদ্দেসীনে কেরামগণের কোন হাদীস সহীহ নয় বলার অর্থ এই নয় যে হাদীসটি ভুল ও বাতিল বরং এর উদ্দেশ্য হল এই হাদীসের সুদ্ধতা উচ্চতর স্থানে পৌছায়নি। যেটা মুহাদ্দেসীন কেরামগণ দরজায়ে সেহাত বলে। মুহাদ্দেসীনগণের নিকট হাদীসের সব থেকে উত্তম স্থান হল সহীহ, আর সব থেকে নিকৃষ্ট হল মাওজু এবং মধ্যম স্থান হল হাসান। সুতরাং হাদীস সহীহ নয় বলার অর্থ এই নয় যে হাদীসটি হাসান নয় বরং যদি হাদীস জয়ীফও হয় তবে ফাজায়েলে আমলে জয়ীফ হাদীসও ইজমা হতে গ্রহণযোগ্য। আর এই সমস্ত হাদীস যা সম্পর্কে মুহাদ্দেসীন কেরামগণ "লা ইয়াসিহ্হু ফিল মারফু" যার অর্থ হল ঐ সমস্ত হাদীস হুজুর পাক স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত মারফু হয়ে সহীহ প্রমাণিত হয় নি বলা প্রমাণ করে যে এ হাদীস মাওফুক সহীহ।

সুতরাং আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন–আমি বলছি যখন এই হাদীসটি সাইয়েদোনা হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পর্যন্ত পৌছেছে তখর আমলের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। কেননা হুজুরপাক স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন আমি তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাতকে আবশ্যিক করলাম।

বোঝা গেল এ হাদীসটি হল মাওফুক সহীহ। কেননা হাদীসটি সায়েদুনা হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পর্যন্ত পৌছানো প্রমাণিত। হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সুন্নত হল হুজুরপাক স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত। যেমন মুখালেফিনদের সর্দার মাওলবী খলিল আহমদ আম্বেঠী ও মাওলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী বলে যার জায়েজ এর দলিল কুরুনে সালাসাতে হওয়া, চাহে ও জুজ ওজুদে খারেজী যে সময় হউক বা না হউক এবং তার জিনস ওজুদে খারেজী তে হউক বা না হউক সেগুলো হল সুন্নত।–(বারাহিনে কাতিয়া ২৮ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত বাক্য হতে প্রমাণিত হয় যে গাঙ্গুহী সাহেবের নিকট আজানে হুজুরপাকের নাম শুনে বুড়ো আঙ্গুল চুমা সুন্নত কেননা মুল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির এবারতে কুরুনে সালাতে (অর্থাৎ তিন জামানায়) তার আমল প্রমাণ হয়ে গেছে। অতঃপর ইহাকে বেদাত বলা মুর্খামী ও শত্রুতা ছাড়া কিছুই নয়।

সুন্নী ভাইদের খিদমতে ঃ–আমার সুন্নী ভাইগণ ! সাবধান হয়ে যান, সতর্কতা অবলম্বন করুন। বর্তমান সময় খুব নাজুক এবং ফিতনার সময়। কঠির পরিক্ষার সময়, বেদ্বীন-বদ আকিদার ঝড় এবং পথভ্রষ্টদের তুপান বেড়েই চলেছে। সুতরাং নিজ ঈমান ও আকিদার হিফাজত করুন। অন্যদের সঙ্গে উটাবসা, মাসজিদে যাওয়া, বক্তব্য শোনা এবং সাহিত্য পড়া হতে বিরত হাকুন। আর উলাম য়ে রব্বানী বুর্জগানে দ্বী ও সলফে সালেহীনদের জীবনী পড়ুন তাদের কিতাব পড়ুন এবং নামাজ ও রোজার পাবন্দি হউন। দরুদ শরীফ বেশি বেশি করে পাঠ করুন। কেননা ইমানের সঠিকতা এ গুলোর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা। শরীয়ত মোতাবিক দাড়ি রাখো, কোন আল্লাহ ওয়ালার সহবতে থাকো একে অপরের সাথে মিল মহব্বত রাখো। আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীবে কারীম স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর তোফাইলে আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের আকায়েদ ও আমলের উপর কায়েম এবং ঈমানের সহিত মৃত্যু বরণ করান। আমিন।–(বেহুরমতে সাইয়েদিল মুরসালীন)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত আল্লামা সাদুদ্দিন তাফতাজানী

আলায়হির রহমার সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুফতী ইব্রাহিম সেখ

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ—শায়খুল মাশায়েখ, আরবাবে তাহকীক ও তাদকীক, দারইয়ায়ে আসরারে হাকীকাত, খুরশীদেআন ওয়ারে মারেফাত জামেয়া মাকুলাতও মানকুলাত হযরত আল্লামা সাদুদ্দীন তাফতাজানী রহমাতুল্লাহি আলায়হির প্রকৃত নাম "মাসউদ" উপাধী সাদুদ্দীন। পিতার পিতার নাম "উমার" উপাধী ক্বাজী ফখরুদ্দিন, দাদার নাম আব্দুল্লাহ, উপাধী বুরানুদ্দীন।

হযরত আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী আদদুরুল কামেনাহ ও হযরত ইমাম জালালউদ্দিন সিউতী বাগিইয়াতুল বিঅহ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে–খুরাসানের তাফতাজান শহরে ৭১২ হিজরী সফর মাসে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা ঃ—হযরত আল্লামা সাদুদ্দীন তাফতাজানী রহমাতুল্লাহি আলাহি শিক্ষা জগতের সূচনাকলে অত্যান্ত মেধাহীন ছাত্র ছিলেন। তিনি এতটাই মেধাহীন ছিলেন যে সেই সময় তাঁর শিক্ষক হযরত আল্লামা ইজদুদ্দীন আইজী রহমাতুল্লাহি আলায়হির ক্লাসে যতজন শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপস্থিত হতেন তাদের মধ্যে তিনি সব থেকে মেধাহীন ছিলেন। শিক্ষক মহাশয় যখন পড়াতেন সকলেই কেতাবের পড়া বুঝতে পারতো কিন্তু তিনি কিছুতেই কিছু বুঝতে পারতেন না। তার এই অবস্থার জন্য সকলেই তাঁকে বিদ্রুপ করত কিন্তু তা সত্তেও তিনি জ্ঞানান্বেষনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন। তিনি কখনই এই ব্যাপারে হতাশ হতেন না। বরং তিনি শিক্ষালাভের জন্য সর্বদা অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন কোন ত্রুটি রাখতেন না।

এই কঠোর সাধনা ও প্রবল আগ্রহ তার জীবনে একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল। একদিন হঠাৎ স্বপ্নযোগে তাঁর এমন একজন ব্যক্তির নিকট পরিচয় হলো যে তিনি তাঁকে কোন দিন দেখেন নি। সেই অচেনা ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন উঠো সাদ আমি তোমাকে একটু ভ্রমণ করিয়ে আনি। তার উত্তরে তিনি বললেন–"আমাকে ঘুরে বেড়ানো জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই" দিনরাত পড়াশোনা করেও আমি আমার পাঠ্য পুস্তকের কিছুই বুঝতে পারি না। আমি আমার পড়াশোনা ছেড়ে কিভাবে বেড়াতে যেতে পারি।

উক্ত ব্যক্তিটি সেখান থেকে চলে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললেন–উঠো আমার সঙ্গে ভ্রমণে চলো। প্রথমবারের মতই তিনি একই জবাব দিলেন এবং তার সাথে যেতে অস্বীকার করলেন।

সেই অচেনা ব্যক্তিটি সেখান থেকে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে একই আবেদন করলেন–এইবার তিনি নারাজ হয়ে বলে উঠলেন–আপনার চাইতেতো এ রকম আমি কাউকে দেখিনি। আপনাকে আমি বলি নি যে ভ্রমণের জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়নি।

এইবার সেই অচেনা ব্যক্তিটি বলে উঠলেন যে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম তোমাকে স্মরণ করেছেন। এই কথা শুনা মাত্রই হতবুদ্ধি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে খালিপায়ে চলতে আরম্ভ করলেন দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। চলতে চলতে শহরের শেষপ্রান্ত অতিক্রম করে সামনে–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গাছে গাছে পরিপূর্ণ একটি স্থান দেখতে পেলেন। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেই দেখতে পেলেন যে উম্মাতের দরদী নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামগণকে নিয়ে একটি গাছের নীচে তাশরীফ ফরমাচ্ছেন। আমাকে দেখে রহমাতুল্লিল আলামিন নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটু মুচকি হাঁসলেন তারপর বললেন–আমি তোমাকে বারবার ডেকে পাঠাচ্ছি তুমি আসছনা কেন।

তিনি তার উত্তরে বললেন–ইয়া রাসুলুল্লা (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) আমি জানতে পারিনি যে আপনিই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনি তো জানেন যে আমি এতটাই নির্বোধ স্মৃতিশক্তিহীন যে কোন কেতাবই বুঝতে পারি না।

তিনি দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র দরবারে নিজের অভিযোগ জানালেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর রহমতের দরিয়াতে এমন একটা ঝড় উঠলো যে বলে উঠলেন–"ইফতাহ ফামাকা" ! তোমার মুখ খোলো।

আমি তাঁর নির্দেশে মুখ খুললাম।

দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ লুআবে দাহান (থুথু মোবারক) আমার মুখে দিয়ে আমার জন্য দোয়া করলেন এবং ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। সেই সাথে উত্তীর্ণতার সুসংবাদ প্রদান করলেন।

জাগ্রত হওয়ার পরে তিনি পূর্বের ন্যায় ক্লাসে গেলেন ক্লাস চলাকালীন তিনি কিছু প্রশ্ন করলেন যা শুনে তাঁর সহপাঠিরা মনে করলেন যে এই সব অর্থহীন প্রশ্নের কোন মানেই হতে পারে না। যেমন তাঁর সহপাঠীগণ তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা পোষন করতেন সে দিনও ঐ রকমই ভাবছিলেন। কিন্তু তিনি পূর্বের মত ছিলেন না। দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ লুয়াবে দাহান তাঁর মুখে দিয়েছিলেন তখনই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পান্ডিত্য লাভ করেছিলেন। দেখতে যদিও লুয়াবে দাহান ছিল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিভিন্ন উলুম ও ফুনুনের জ্ঞানই পান করিয়েছিলেন। তবে তাঁর উসতাদে মুহতারাম যখন সেই প্রশ্নগুলি শুনে ছিলেন তো তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি বলেছিলেন তোমার অবস্থা আজ থেকে পূর্বের মত নয় কেননা তুমি বিগত দিনে যেমন ছিলে আজ তোমার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করছি।

তিনি উঠে তাঁকে ডেকে গোপন স্থানে নিয়ে গিয়ে বললেন–কি করে তোমার মধ্যে এত গভীর জ্ঞান সঞ্চয় হইল। তিনি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে গত রাত্রের সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন।

তাঁর উসতাদ বলেন–তুমি সৌভাগ্যবান দয়ার নবী বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম তোমাকে দর্শন দিয়েছেন, জ্ঞান দান করেছেন, তুমি মহা সম্মানীত।

এই বলে তিনি হযরত আল্লামা সাদুদ্দীন তাফতাজানী রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে নিজের স্থানে অধিষ্ঠিত করে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

হযরত আল্লামার শিক্ষক মন্ডলীগণ ঃ—হযরত আল্লামা সাদুদ্দীন তাফতাজানী রহমাতুল্লাহি আলায়হির শিক্ষক মন্ডলীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঃ–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত আল্লামা ইজদুদ্দীন আইজী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাহা ছাড়াও উল্লেখযোগ্য হযরত আল্লামা জয়নুদ্দীন আব্দুল্লাহ বিন সাদুল্লাহ। হযরত আল্লামা কুতুবুদ্দিন মাহমুদবিন মুহাম্মাদ রাজী। হযরত আল্লামা নাসীমুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ। হযরত আল্লামা আহমাদ বিন আব্দুল ওহহাব কুসী আলায়হির রহমা রহমাতুল্লাহি আলায়হিম আজমাইন।

আল্লামা মাওসূফের বিভিন্ন বিষয়ে খ্যাতি সম্পন্ন শিষ্যগণ ঃ—হযরত আল্লামা সাদুদ্দীন তাফতাজানী রহমাতুল্লহি আলায়হিকে দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেই লুয়াবে দাহানের মাধ্যমে কতপ্রকার যে জ্ঞান দান করেছিলেন তা কল্পনা ও অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে তাঁর অর্জিত বিদ্যার পরিচয় একদিকে যেমন তার লেখনীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে অনুরূপ ভাবে তার কাছে জ্ঞান অর্জনকারী খ্যাতিসম্পন্ন শিষ্যদের মাধ্যমেও চির স্মরণীয় হয়ে আছে। সেই সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য জ্ঞান পিপাষু তাঁর নিকট ছুটে আসতেন জ্ঞান সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। তিনি সেই সকল জ্ঞান পিপাষুদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন যে সারা বিশ্বে তারা খ্যাতির শিখরে অবস্থান করেন। তারা আজো বিভিন্ন ক্ষেত্রে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ঃ—হযরত আল্লামা সাদুদ্দীন রহমাতুল্লাহি আলায়হির খ্যাতি সম্পন্ন শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম হলেন–

ক) হযরত আল্লামা আলাউদ্দিন আবুল হাসান হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। জন্ম ৭৬৫ হিজরী, ওফাত ৮৪১ হিজরী।

খ) বিশিষ্ঠ তর্কবিদ ও যুক্তিবাদীদের মধ্যে অন্যতম হলেন হিসামুদ্দিন বিন আলী বিন মুহাম্মাদ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। জন্ম ৭৬১ হিজরী, ওফাত ৮১৬ হিজরী।

গ) বিশিষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত আল্লামা বুরহানুদ্দীন হায়দার বিন মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। জন্ম ৭৮০ হিজরী।

ঘ) বিশিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত আল্লামা আলাউদ্দিন বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বুখারী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। জন্ম ৭৭৯ হিজরী, ওফাত ৮৪১ হিজরী।

এছাড়াও তারকারাজীর মত অসংখ্য শিষ্য রয়েছেন যারা দুনিয়ার বুকে স্মরণীয় রয়েছেন।

গ্রন্থ রচনায় আল্লামা সাদুদ্দীন তাফতাজানী আলায়হির রহমা ঃ—হযরত আল্লামা সাদুদ্দীন রহমাতুল্লাহি আলায়হির মূল্যবান রচনাবলী বর্তমানে ভারত, পাকিস্থান, আফগানিস্থান, তুর্কিস্থান, ইরাণ, ইরাক ও বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে এবং সরকারী মাদ্রাসায় আজও পাঠ্যবই হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাঁর রচনাবলীর তালিকা দীর্ঘ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–ইলমে কোরআন, ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীস, ইলমে ফেকাহ, ইলমে উসুলে ফেকাহ, ইলমে আকাইদ, ইলমে ফারাইজ, ইলমে কালাম, ইলমে বায়ান, ইলমে মাআনী, ইলমে বালাগাত, ইলমে মানতিক, ইলমে ফালাসাফা, ইলমে নাহাব, ইলমে সারফ ইত্যাদি বিষয়ের উপর অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে তিনি বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন। যা থেকে আহলে ইলম হযরত আজো ফায়েজ হাসিল করে থাকেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাঁর কিছু বিশিষ্ট গ্রন্থাবলী ঃ—ক) আল আরবায়ীন ফিল হাদীস খ) রিসালাহ ফিল ইকরাহ গ) তালখীস লিল কাশশাফ লিজ জামাখশারী ঘ) কাশফুল আসরার ঙ) অদাতুল আবরার চ) আল ফাতাওয়াল হানাফিই ইয়াহ ছ) শারহুল ফারাইজুস সিরাজিয়াহ জ) আত তালবীহ ফী কাশফি হাক্কাইকিত তানকীহ ঝ) আশশারহুল মুতাওঅল আলা তালখীসিল মিফতাহ ঞ) মুখতাসারুল মাআনী ত) আল মাক্বালিদ ফিল ইলমে কালাম থ) শারহু রিসালাতিশ শামসিয়াহ দ) শারহুল আকাইদ লিন নাসাফী ইত্যাদি।

তিনি কোন মাসলাকের অনুসারী ছিলেন ঃ—হযরত আল্লামা সাদুদ্দীন তাফতাজানী আলায়হির রহমা কোন মাসলাকের অনুসারী ছিলেন তা নিয়ে আরব আজমের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তিনি হানাফিউল মাসলাকের অনুসারী ছিলেন না শাফেয়ীউল মাসলাকের অনুসারী ছিলেন। একদল উলামায়ে কেরাম যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাহিরে বাহারুর রায়েক আল্লামা নুজাইম মিসরী, হযরত আল্লামা সায়েদ তাহতাবী ও হযরত মুল্লা আলীক্বারী আলায়হিমুর রহমা। তাঁর হানাফিউল মাজহাবের উপর রচিত গ্রন্থবলীর উপর নির্ভর করে বলেছেন যে তিনি হানাফী ছিলেন। পক্ষান্তরে উলামায়ে কেরামের এক জামায়াত যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সাহিবে কাশফিজ জুনুন আল্লামা কুফুবী, আল্লামা হাসান চালাবী ও হযরত ইমাম জালালউদ্দিন সীউতী আলায়হিমুর রহমা বর্ণনা করেছেন যে তিনি শাফেয়ী ছিলেন।

উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে হযরত সাদুদ্দীন তাফতাজালী আলায়হি রহমা ঃ—তাঁর জামানায় বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম ছিলেন তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় উলামাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। আল্লামা ইবনে হাজার আশকালানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর রচিত পুস্তক "আদদুরারুল কামেনাহ" এর মধ্যে বর্ণনা করেন যে তিনি আল্লামাতুল কাবীর ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি আরো বলেন যে উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে বলেন যে ইলমে বালাগাত ও ইলমে মানতিকের বিজ্ঞপন্তিত তাঁর মত দ্বিতীয় আর কেহ ছিলেন না।

হযরত ইমাম জালালউদ্দিন সিউতী আলায়হির রহমা "আল বাগিই ইয়াতুল বি আহ" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে তিনি ইলমে নাহব, ইলমে সারফ, ইলমে মা'আনী, ইলমে বায়ান, ইলমে উসুলাইন, ইলমে মানতিক ইত্যাদি বিষয়ে একজন উচ্চাঙ্গের পন্ডিত ছিলেন।

আল্লামা কুপুরী তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে তিনি ছিলেন জামানার সৌন্দর্য্য। তাঁর মত আলিম চক্ষুদ্বয় আর কাউকে দর্শন করেন নি। আর আল্লামা সাইয়েদ শরীফ জুরকানী তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য পোষন করতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি তাহকীক ও তাহরীর জ্ঞান সমুদ্রের এমন একজন অভিজ্ঞ ডুবুরী ছিলেন। তাহাক্কীকের জ্ঞান সমুদ্র থেকে মণি মুক্তা খুঁজে পুঞ্জীভূত করে পত্রস্থ করতেন। এককথায় বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামগণ তাঁর ইলমী জালালাত ও শান শাওকাত কে একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

বেসাল পুর মালাল ঃ—হযরত আল্লামা সাদুদ্দীন তাফতাজানী আলায়হি সূর্য্যের ন্যায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আলো বিতরণ করে গিয়েছেন। সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর অন্ধকার ছেয়ে যায় তদ্রুপ তিনিও ২২শে মুহাররাম সোমবার ৭৯২ হিজরীতে ৮০ বৎসর বয়সে মাওলায়ে হাক্বীক্বী ও মাহবুবে এলাহির প্রেমাস্পদের সান্নিদ্যে গমন করেছেন। এটা ধ্রুব সত্য তবে তাঁর অস্ত যাওয়ার পর অন্ধকার নয় বরং পূর্বের চেয়ে অধিক ফায়েজ ও বরকত আজও পৃথিবী বাসীকে বিতরণ করে চলেছেন আর কিয়ামত পর্যন্ত করাতেই থাকবেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এক নজরে হজ ও উমরাহ

(সংক্ষিপ্ত আকারে)

আলহাজ মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী

হজ করার প্রথা পূর্ব থেকেই ছিল ঃ-

১। হিজরী সনের নবম বৎসরের শেষের দিকে এই উম্মাতের জন্য হজ করা ফরজ হয়।

২। হুজুর আলায়হিস সাল্লাম সর্ব মোট চারটি হজ ও চারটি উমরাহ করেন।

৩। হযরজ ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মোট ২৫বা হজ করেন।

৪। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মোট ৫৫ বার হজ করেন।

৫। হজ এই উম্মাতের জন্যই খাস। পূর্ববর্ত্তি উম্মাদের উপর হজ ফরজ ছিল না।

৬। সচ্ছল, ধ্বনী, সাবালক, জ্ঞানী, সুস্থ, স্বাধীন, মুসলীম নর-নারীর উপর জীবনে কমপক্ষে একবার হজ করা ফরজ।

৭। এই প্রকার ব্যক্তিবর্গের উপর জীবনে কমপক্ষে একবার উমরাহ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

৮। হজ তিন প্রকারের (ক) ইফরাদ (খ) কেরান (গ) তামাত্তো।

সব চাইতে সহজ ও আরাম দায়ক হজ হল তামাত্তো।

৯। মহিলাদের জন্য সাথে মাহরাম থাকা জরুরী। মাহরাম বলতে এমন পুরুষ যার সাথে চিরতরে বিবাহ হারাম।

১০। হজের পাঁচটি দিন বাদ দিয়ে বছরের যে কোন সময় উমরাহ করা যায়। উমরাহ মানে হল নফল হজ। উমরাহকে ছোট হজও বলা হয়।

১১। কাবা শরীফ ঃ- কালো পাথর দ্বারা নির্মিত চারকোনা একটি পবিত্র ঘর। আল্লাহ পাক হযরত আদম আলায়হিস সালামকে সৃষ্টি করার ২ হাজার বছর পূর্বে ফারিশতা দ্বারা তৈরী করেন এটাই পৃথিবীর প্রথম ঘর। যাকে বায়তুল্লাহ শরীফ বলা হয়।

১২। রুকন ঃ- কাবা ঘরের কোণ গুলিকে রুকন বলা হয়।

১৩। হাজরে আসওয়াদ ঃ-কালো রং এর বেহেস্তী একটি পাথর যেটা কাবা ঘরের এক কোনায় চার ফুট উঁচুতে বসানো আছে।

১৪। হাতীম ঃ-কাবা ঘরের ইরাকী ও শামী কোনার মাঝকানে মদীনা শরীফের দিকে কাবা ঘরের একটু ফাঁকা অংশ আনুমানিক পাঁচ ফুট ধনুকের ন্যায় অর্ধ গোলাকার একটি দেয়াল দিয়ে ঘেরা জায়গার নাম।

১৫। মিযারে রহমাত ঃ-কাবা শরীফের ছাদের উপর উত্তর দিকে খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী ছাদের পানি পড়ার একটি নলের নাম।

১৬। মুলতাযাম ঃ- কাবা ঘরের মূল দরওয়াজা এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝামাঝি দক্ষিণ দিকের দেওয়াল। এখানে দোয়া কবুল হয়।

১৭। মুস্তাজাব ঃ-কাবা ঘরের ইয়ামানী কর্ণার এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝামাঝি দক্ষিণ দিকের দেওয়াল। এখানে দোয়া কবুল হয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১৮। সাফা ঃ–কাবা ঘরের দক্ষিণ পূর্ব কোনার দিকে একটি ছোট পাহাড়। এখান থেকে দৌড় দেওয়া শুরু হয়।

১৯। মারওয়া ঃ–কাবা ঘরের উত্তর পূর্ব কোনার দিকে দ্বিতীয় ছোট পাহাড়।

২০। মাসআ ঃ– সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তি জায়গার নাম। দৌড়নোর স্থান।

২১। এহরাম ঃ–হজ ও উমরাহর নিয়তে পরার জন্য বিনা সেলাই করা ব্যবহার যোগ্য দুটি চাদরের নাম। সাদা হলে উত্তম।

২২। তালবীয়াহ ঃ– হজ ও উমরাহ করার সময় পাঠ করার একটি দোয়া।

"লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা"

২৩। ইযতেবাহ ঃ– এহরাম নামক গায়ে দেওয়ার চাদরটি ডান বগলের নিচে দিয়ে নিয়ে যাওয়া। যান কাঁধের উপরটা ফাঁকা রাখা বাম কাঁধ ঢাকা রাখা।

২৪। রামাল ঃ– কাবা ঘর সাতবার প্রদক্ষিণ করার সময় প্রথম তিন ফেরাতে বুক ফুলিয়ে কাছে কাছে পা ফেলে হালকা জোরে জোরে চলা।

২৫। তোওয়াফ ঃ–কাবা ঘরে প্রদক্ষিণ করা।

২৬। সায়ী ঃ– সাফা মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো।

২৭। ইস্তেলাম হাজরে আসওয়াদ কে দুর থেকে ইশারাতে চুমু করা।

২৮। রমীয়ে জেমার ঃ–শয়তানকে পাথর মারা। বর্তমানে ঐ জায়গায় খাম্বা তৈরী করে দেওয়া হয়েছে।

২৯। মাক্বামে ইবরাহীম ঃ– যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। উক্ত পাথরে তাঁর কদম শরীফের ছাপ আজো বিদ্যমান রয়েছে।

৩০। মীনা ঃ–মক্কা শরীফ থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি বিশাল এলাকা যেখানে হাজীগণ অবস্থান করেন এবং হজের শেষে সেখানে কোরবানী দেওয়া হয়।

৩১। আরাফাত ঃ–মীনা থেকে এগারো কিলোমিটার দূরে একটি বিশাল ময়দান সেখানে সমস্ত হাজীদের অবস্থান করতে হয়।

৩২। জাবালে রহমাত ঃ–আরাফার মাঠে সেই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজে বিদায় ভাষন দান করেন।

৩৩। মুযদালিকা ঃ–মীনা থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে সেখানে সমস্ত হাজীগণ রাত্রি জেগে ইবাদত করেন।

৩৪। জাবালে নুর ঃ–মক্কা শরীফে অবস্থিত গারে হেরার নাম।

৩৫। গারে শাওর ঃ–মক্কা শরীফ লাগোয়া সেই পর্বতগুহা যেখানে প্রিয় নবী হিজরাতের রাত্রে প্রবেশ করেন এবং তিন দিন তিন রাত থাকেন।

৩৬। মদীনা শরীফ – মক্কা শরীফ থেকে আনুমানিক ৪৭৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সেই পবিত্র শহর যেখানে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রওজা শরীফ রয়েছে।

ফাতাওয়া শামী, হজ ও জিয়ারত, গজ গাইড,
খুতবাতে মুহররম মাখযানে মালুমাত কিতাবগুলি দৃষ্টব্য।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাসুল সম্রাট নাবী

মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

জীবনে কি কি করেননি ও বলেননি

পরিবেশনায়:-মহঃ সাদেক আলী আখতারী রেজবী (বি.এ.অনার্স)
গাড়ীঘাটি, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

১) প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোন প্রতিভা, গুনাবলী পৃথিবীর কারো নিকট শেখেন নাই। (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা)

২) নুর নাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র পোশাকে এবং শরীর মোবারকে জীবনে কখনো কোনদিন উকুন থাকতে দেখা যায় নি। তাছাড়া মাছিও তাঁকে কোন দিন বিরক্ত করে নি। (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা)

৩) বিশ্ব নাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম কখনো কোন দিন খেলা করেন নি। (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ১১৪ পৃষ্ঠা)

৪) শ্রেষ্ঠ নাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পূর্বে কেউ কখনো কোন দিন মিথ্যা নবুয়তের দাবী করেননি (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ১৩৪ পৃষ্ঠা)

৫) মহান নাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পূর্ণ ও আসল সৌন্দয্য যথা কাউকে কোন দিন দেখানো হয় নি (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ১৪৯ পৃষ্ঠা)

৬) শেষ নাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম জীবনে কখনো কোন দিন সন্দেহযুক্ত কোন জিনিস খাননি (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ৩০৬ পৃষ্ঠা)

৭) শেষ নাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ঘুম ওজু নষ্ট করে না, তাঁদের মৃত্যু বিবাহ ভঙ্গ করে না এবং শহীদের মরন তাঁদের গোসল নষ্ট করতে পারে না। (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ২৬৪ পৃষ্ঠা)

৮) হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাড়িতে কখনো কোন দিন কোন ফেরেশতা বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারেন নি (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ৩০৯ পৃষ্ঠা)

৯) হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পর তাঁর ত্যক্ত সম্পত্তি না বন্টন যোগ্য না তাতে ওসিয়ত জায়েজ (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ৩১২ পৃষ্ঠা)

১০) হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কোন সাহাবী ফাসিক ছিলেন না (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ৩৩৪ পৃষ্ঠা)

১১) প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বংশ হযরত আদম আলায়হিস সালাম থেকে হযরত আব্দুল্লাহ পর্যন্ত কুফর, শিরক এবং জেনা থেকে পবিত্র ছিল (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ৩ পৃষ্ঠা)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১২) নুর নাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পর মা ফাতেমার অস্থিরতা নুহা (না জায়েজ কান্না) ছিল না বরং সেটা ছিল ইবাদত

(মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ৪ পৃষ্ঠা)

১৩) বিশ্ব নাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাথে গারে সওরের ভিতর হযরত আবু বাকার নিজের জন্য ভয় করেন নি বরং তিনি হুজুরের জন্য ভয় করেছিলেন

(মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ১৬২ পৃষ্ঠা)

১৪) হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম কিয়াতমের পূর্বে নবুয়তের মর্যাদা নিয়ে আসবেন না বরং তিনি হুজুরের উম্মাত হয়ে আসবেন। (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ৭ পৃষ্ঠা)

১৫) মহান নাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কখনো কোন দিন কোন ফেরেশতা মহিলার রূপ ধারণ করে আসেননি। তবে ছেলেদের রূপ ধারণ করে কেবল মাত্র একবার এসেছিলেন (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ১০২ পৃষ্ঠা)

১৬) হযরত ওসমান গনী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ছাড়া পৃথিবীতে কখনো কোন দিন কারো বিবাহে নবীর দুইজন কন্যা আসেন নি। (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ৪০৫ পৃষ্ঠা)

১৭) হযরত ওসমান গনী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অতিরিক্ত শরম থাকার দরুন কিয়ামতে তাঁর কোন হিসাব হবে না। (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ৩০৯ পৃষ্ঠা)

১৮) পৃথিবীর কোন মানুষ অবয়বে হুজুরের মত হতে পারে না।

(মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ৪৮০ পৃষ্ঠা)

১৯) হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর থুথু মোবারকের বরকতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে শীত কালে শীত লাগতো না। গ্রীষ্মকালে গরম লাগতো না।

(মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ৪১৭ পৃষ্ঠা)

২০) হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কোন সাহাবী পিপিলিকার উপরে জুলুম করেন নি। (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ৫৫৬ পৃষ্ঠা)

সারা বছরের প্রয়োজনীয় বই—

সুন্নী পঞ্জিকা ও ইমানের আত্মা

সম্পাদনায়

মৌলানা ডাঃ মোঃ শামীমুদ্দিন মোজাদ্দেদী

হাটজনবাজার মাদ্রাসাপল্লী, পোঃ-হাটজনবাজার

থানা-সিউড়ী, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

যোগাযোগ- ৯৮০০১১৪২৬৩

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জানা অজানা

মাওলানা হেলালুদ্দিন রেজবী

নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে

প্রশ্ন ঃ-হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়াতে আগমন হযরত আদম আলায়হিস সালামের কত বৎসর পরে হয়েছিল ?

উত্তর ঃ- আদম আলায়হিস সালামের পর হুজুর পাকের দুনিয়াতে জন্ম হয়েছিল ৬৭৫০ বৎসর পর।

প্রশ্ন ঃ- নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত ঈশা আলায়হিস সালামের আগমনের মধ্যে কত দিনের ব্যবধান ছিল ?

উত্তর ঃ- উত্তর সম্পর্কে কয়েকটি মতভেদ আছে।

ক) ৫৫০ বৎসর পূর্বে। (খাজাইনুল ইরফান)

খ) ৫৬৯ বৎসর পূর্বে। (তাফসীরে জালালাইন)

গ) ৫৬০ বৎসর ঘ) ৬০০ বৎসর (ইবনে কাসীর)

প্রশ্ন ঃ- হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দাদা - দাদী এবং নানা - নানীর নাম কি ?

উত্তর ঃ- তাঁর সম্মানীত দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব, দাদীর নাম–ফাতিমা বিনতে উমার, নানার নাম–ওহাব বিন আবদে মানাফ, নানীর নাম–বাররা।

প্রশ্ন ঃ- দয়ারনবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পিতা ও মাতার দিক দিয়ে নাসব নামা কি?

উত্তর ঃ- তাঁর নসব নামা পিতার দিক হতে–মহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ বিন কাস্বা বিন কালাব বিন মাররা.....

মাতার দিক হতে–হযরত আমিনা বিনতে ওহাব বিন আবদে মানাফ বিন জারা বিন কালাব বিন মাররা.....

প্রশ্ন ঃ- কোন কোন হযরত নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের পূর্বেই এবং নবুয়াত প্রকাশ করার পূর্বেই ঈমান এনে মুসলমান হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ- যাঁরা নবীপাকের দুনিয়াতে আগমনের পূর্বেই ইমান এনেছিলেন তাঁরা হলেন–

ক) ইয়ামানের বাদশা তুব্বা হোমাইরী। খ) হাবিব বিন নাজ্জার। গ) জায়েদ বিন উমার।

আরও যাঁরা নবীপাকের নবুয়াত প্রকাশের পূর্বেই ঈমান নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হলেন–

ক) ওরাকা বিন নওফল। খ) বাহীরা রাহেব।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রশ্ন ঃ-মেরাজের রাত্রে নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহপাক কি কি জিনিস দান করেছিলেন ?

উত্তর ঃ- মেরাজের রাত্রে আল্লাহপাক নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তিনটি জিনিস দান করেছিলেন। ১। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ২। সূরা বাকারার শেষ আয়াত ৩। নবীপাকের উম্মাত যারা মুশরেক নয় তাদের পাপের মার্জনা।

প্রশ্ন ঃ- হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম কতবার এবং কোথায় আম্বিয়া ও মুরসালীনের ইমামতি করেছেন ?

উত্তর ঃ- সমস্ত নবীরাসুলগণ মিরাজের রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাসে একবার এবং দ্বিতীয়বার বায়তুল মামুরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইমামত করেন।

প্রশ্ন ঃ- নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার জাহেরী চক্ষু দ্বারা কতবার দীদার লাভ করেন ?

উত্তর ঃ- হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা বর্ণনা করেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুইবার নিজ হাবিবকে দিদার দান করেন।

তাফসীরে জালালাইন পৃষ্ঠা ২২৯ পৃষ্ঠা হাশিয়া ২১ বর্ণিত হয়েছে যে মেরাজের রাত্রে দশবার আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভ করেন। একবার যখন মিরাজের জন্য গিয়েছিলেন আর নয়বার নামাজ কম করানো জন্য।

প্রশ্ন ঃ- নবীপাকের (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর প্রকাশ্য জীবনের কোন সময় যা তাঁর প্রকাশ্য জীবনের বয়সের মধ্যে নয় ?

উত্তর ঃ- মেরাজে ভ্রমণের সময় তাঁর প্রকাশ্য জীবনের বয়সের মধ্যে নয় কেননা তাঁর বয়স জমিনে জিন্দা অবস্থায় অবস্থান করার নাম।

প্রশ্ন ঃ- হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন আমার চারজন ওজীর। এই হযরত কে কে?

উত্তর ঃ- চারজন ওজীর দুইজন আসমানে হযরত জিবরাইল ও হযরত মিকাইল আলায়হিমাস সালাম এবং দুইজন জামিনে হযরত সিদ্দিকে আকবর ও হযরত ওমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা।

প্রশ্ন ঃ- হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দাড়ি মোবারকের কয়টি চুল সাদা ছিল ?

উত্তর ঃ- হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের উনিশটি দাড়ী মোবারকের চুল সাদা ছিল।

(হায়বাত আঙ্গজ মারুমাত)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উল্লিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাবে

১) মাদ্রাসা ফোরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া–নশীপুর বালাগাছি
২) সুলতানপুর মালীপুর মাদ্রাসা–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।
৩) নুরী বুক ডিপো–গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৪) মুফতী বুক হাউস–ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৫) রেজা লাইব্রেরী–নজরুল পল্লী, নলহাটি, বীরভূম।
৬) এম, এ, বুক ডিপো, রামপুরহাট বাসষ্টপেজ, বীরভূম।
৭) ইসলামিয়া হকসেদিয়া নুরুলিয়া মাদ্রাসা, গোপীনাথপুর, রানীনগর,
৮) মাদ্রাসা জামেয়া রাজাকিয়া কালিমিয়া–
(মোজওয়াজা আরবী ইউনিভারসিটি) সাইদাপুর,
৯) মাদ্রাসা আশরাফিয়া রেজবীয়া–মুন্সিপাড়া, নলহাটী, বীরভূম।
১০) মাদ্রাসা গাওসিয়া নুরিয়া, হেরামপুর, পাঁচরাহা, ইসলামপুর
১১) মাদ্রাসায়ে রেজবীয়া দারুল ইমান–নবকান্তপুর, মুর্শিদাবাদ
১২) রেজবী লাইব্রেরী,–(ষ্টেশন রোড) ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১৩) মাখদুমনগর, মহম্মদ বাজার, বীরভূম, মোঃ মুনসুর আলী
১৪) মাদ্রাসা নাসিরুদ্দিন আউলিয়া, পোনকামরা, দক্ষিন ২৪ পরগনা।
১৫) মাওঃ শামিমউদ্দিন, ষ্টেশন রোড, সিউড়ি, বীরভূম। ৯৮০০১১৪২৬৩
১৬) গাওসীয়া ইঞ্জিলিয়া মাদ্রাসা, নয়াগ্রাম, মুর্শিদাবাদ
১৭) পাকাদরগাহ মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১৮) গাওসীয়া রাজাবীয়া অ্যারাবিক কলেজ, রঘুনাথগঞ্জ, গাড়ীঘাট মাদ্রাসা
১৯) মাদ্রাসা গাওসীয়া মুর্শিদিয়া আজিজিয়া, শ্যামপুর শরীফ, দঃ ২৪ পরগনা
২০) গুধিয়া গাওসিয়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা, গুধিয়া মুর্শিদাবাদ-৯৫৯৩৯৫৭৯৬৯
২১) গোলাম নবী রেজবী, বালিহারা খয়েরবাড়ি খানকাহ শরীফ
দক্ষিণ দিনাজপুর-৯৭৩২৩২২৯১৯
২২) মাওলানা গোলাম নবী নকশেবন্দী, বীরভূম–৯৭৩২১৩১৬৩৪

প্রিন্ট ও ডিজাইন কল-৯৭৩৩৫২৭৫২৬
বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস এন্ড রঞ্জু কম্পিউটার্স
বই পত্রিকা, কার্ড, মেমো সহ যাবতীয় ছাপার কাজ করা হয়।
নশীপুর বড় মসজিদ মোড় ঃ নশীপুর বালাগাছি ঃ রানীতলা ঃ মুর্শিদাবাদ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

SUNNI JAGAT QUARTERLY

No. RNI/Cal/77/2004-(W.B.) 946
Vol-12, ISUE No-2, December 2016
Editor-Md. Badrul Islam Muzaddadi
P.O-Nashipur Balagachi, P.S.-Ranitala, Dist.-Murshidabad
R.S.-30.00 Only

সুন্নী জগৎ পত্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

ধর্মীয় সমাজ সংস্কার মূলক রুচিশীল লেখা পত্রিকায় স্থান পাবে।
লেখা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩০/- টাকা।
বাৎসরীক সডাক ১২০ টাকা।

লেখা পাঠানো বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী
সম্পাদক ঃ- সুন্নী জগৎ পত্রিকা
পোঃ- নশীপুর বালাগাছি ❊ থানা- ভগবানগোলা ❊ জেলা- মুর্শিদাবাদ
পিন নং-৭৪২১৩৫ ❊ ফোন নং-৯৬৭৯৪৮৮৮০২

পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহনীয়

Printed, Published and Owned by Md.Badrul Islam Muzaddadi
Printed by-Bulbul Printing Press, Nashipur
Published at Nashipur Balagachi, P.s.-Bhagwangola, Msd.
Editor- Md.Badrul Islam Muzaddadi

www.YaNabi.in